নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করবে আইসিসি

সারে-জমিন

ছুটি নয়, সকালে বিদ্যালয় চালুর দাবি

রূপসী বাংলা

ইসরাইল-ইরান সংঘাতে কি জ্বালানি সংকট আসছে?

সম্পাদকীয়

রামনবমী নিয়ে হিংসায় বিজেপিকে দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২০ এপ্রিল, ২০২৪
৭ বৈশাখ ১৪৩১
১০ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

এবার বুমরার ৩ উইকেট, নাটকীয় ম্যাচে মুম্বাইও জিতল ৯ রানে

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 107 ■ Daily APONZONE ■ 20 April 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রামনবমীতে অশান্তির জেরে দুই ওসি সাসপেন্ড

আপনজন ডেস্ক: রাম নবমীতে অশান্তি হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা ও শক্তিপুর থানা এলাকায়। গোলমাল ঠেকাতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে। রামনবমীর মিছিলে ভক্তদের উপর কিছু দুষ্কৃতী পাথর ছোড়ে। শুধু তাই নয়, বোমাবাজিও করা হয়। এই ঘটনায় আহত হন একজন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই দুই থানা এলাকায় রামনবমীর মিছিলে অশান্তির রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর শুক্রবার কমিশন শক্তিপুর এবং বেলডাঙ্গা থানার ওসিদের সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শুক্রবার বিকেলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় এই দুই থানার ওসিদের সাসপেন্ড করার পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগে ৪ সিট গঠন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অশান্তির ছায়ায় রাজ্যে নির্বিঘ্নে ভোট

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) জানিয়েছে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের প্রথম দিন শুক্রবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০২টি আসনে ভোটগ্রহণের প্রথম দিন প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে ৭৭.৫৭ শতাংশ, বিহারে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে ৪৬.৩২ শতাংশ। মণিপুরে অনিয়মের অভিযোগ এবং ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) ভাঙচুরের খবরের মধ্যে কমিশন বলেছে, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ থেকেও হিংসা, ভয় দেখানো এবং হামলার অভিযোগ আসতে থাকে।

শুক্রবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভোটদানের হার ছিল ৭৭.৫৭ শতাংশ। জলপাইগুড়িতে ভোট পড়েছে ৭৯.৩৩ শতাংশ। কোচবিহারে ভোটদানের হার ৭৭.৭৩ শতাংশ। আলিপুরদুয়ার ভোট পড়েছে ৭৫.৫৪ শতাংশ। তিন কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ভোট ৭৭.৫৭ শতাংশ।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব জানিয়েছেন, মোট ১০টিটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। সবই অপরিশোধিত বোমা। তবে কোনো বোমা বিস্ফোরিত হয়নি। রাস্তার পাশে ছিল বোমা। পুলিশ সব বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেছে। কোচবিহার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সমস্ত বোমা। হিংসা প্রবণ কোচবিহার আসনের বিভিন্ন অংশে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। দু'দলই সূত্রের খবর, ভোটের প্রথম কয়েক ঘণ্টায় ভোট হিংসা, ভোটারদের ভয় দেখানো এবং পোলিং এজেন্টদের উপর মারধর সংক্রান্ত যথাক্রমে ৮০ ও ৩৯টি অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল ও বিজেপি। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের লোকসভা কেন্দ্রের। সিইও অফিসের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, আমরা কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছি, তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হিংসার খবর পাইনি।

তৃণমূলের অভিযোগ, কোচবিহার কেন্দ্রের শীতলকুচি এলাকায় বিজেপি কর্মীরা পোলিং এজেন্টদের মারধর করে এবং কয়েকটি বুথে ভোটারদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়।

বিজেপি শিবির অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছে। রাজ্যের অন্যতম হিংসা প্রবণ এলাকা শীতলকুচিতে গত বিধানসভা ভোটের সময় ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, যার জেরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চারজনের মৃত্যু হয়েছিল। টেলিভিশনের ফুটেজে দেখা গিয়েছে, জেলার মাথাভাঙ্গা এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, যার ফলে দু'পক্ষেই জখম হয়। ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে উভয় দলের কর্মীরা একে অপরের মুখোমুখি হন। মাথাভাঙ্গার অন্য একটি এলাকায় এলাকার কয়েকটি বুথে ভোট কারচুপিতে বিজেপি কর্মীদের কেন্দ্রীয় বাহিনী সাহায্য করছে বলে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। বেথগুড়ির তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মনকে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে।

তিনি বলেন, "বিজেপি ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মিলে ভোটে কারচুপির জন্য ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, আমাদের কর্মীদের হেনস্থা ও মারধর করা হচ্ছে।

জেলা বিজেপি ইউনিট অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে যে অনেক এলাকায় তারা হিংসার শিকার হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, কোচবিহার দক্ষিণ এলাকায় দলের সদস্যদের অপহরণ করে বুথে ঢুকতে বাধা দেয় তৃণমূলের সদস্যরা।

জেলা বিজেপি নেতার অভিযোগ, মাথাভাঙ্গা এলাকায় তৃণমূলের সদস্যদের হামলায় পাঁচ বিজেপি কর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চাঁদমারি এলাকায় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, ভোটারদের বুথে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, ভোটে কারচুপি করতে ভোটকেন্দ্রের দখল নিয়েছেন তৃণমূলের সদস্যরা।

পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে তৃণমূলের অভিযোগ, সিআরপিএফ জওয়ান ও বিজেপি নেতারা ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন, হেনস্থা করছেন। অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলায় একটি পোস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি রোধে ভোটারদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আজ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চলছে। আমি জনগণকে এমন একটি সরকারকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি যা তৃণমূল স্তরে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলি নিশ্চিত করবে, অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি রোধ করবে এবং মহিলাদের জন্য ন্যায়বিচার ও সুরক্ষা প্রদান করবে।তার এই পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেছেন, অনুপ্রবেশ বন্ধ করা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর এবং বিএসএফের কাজ। বাংলার মানুষ @AITCofficial ভোট দিচ্ছেন, কারণ ১) @MamataOfficial প্রকল্পগুলি দারিদ্র্য দূরীকরণে সেরা।

নির্বাচন কমিশনকে 'বিজেপি কমিশন' বলে কটাক্ষ মমতার

রাজু আনসারী ● সুতি
সারিউল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খলিলুর রহমানের সমর্থন শুক্রবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের সুতির ছাবঘাটি এলাকায় জনসভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এচাড়া মুর্শিদাবাদের আরও দুই প্রার্থী আবু তারে খানও ইউসুফ পাঠানের সমর্থনেও সভা করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী আখরুজ্জামান, তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, জঙ্গীপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন, সুতির বিধায়ক ঈমানি বিশ্বাস, সাগরদীঘির বিধায়ক বাইরোন বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন জনসভা থেকে বিজেপি এবং কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপিকে হারাতে পারে তৃণমূল। তাই তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। এনআরসি এবং সিএ এ বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনকে 'বিজেপি কমিশন' বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্য ছাড়ার আগে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দলের ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করছে। কোচবিহারে শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হয়েছে, রাজ্য পুলিশ নেই কেন? এ ধরনের নিরপেক্ষ নির্বাচন কীভাবে আশা করেন? এটা বিজেপির কমিশন। কেউ ভোট না দিয়ে রাজ্য ছাড়লে বিজেপি তাদের আধার কার্ড ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে। বিজেপির 'আব কি বার ৪০০ পার' স্লোগানকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, গেরুয়া শিবির ২০০-র বেশি আসন পাবে না। মনে রাখতে হবে, এটা স্বাধীনতার লড়াই। মোদী ক্ষমতায় ফিরলে কেউ স্বাধীন থাকবে না। যদি তারা ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রয়োগ করে তবে আপনি আপনার পরিচয় হারাবেন। ইউসিসি মানে কোনো ধর্মই অবশিষ্ট থাকবে না। আমি জীবন দিতে পারি, কিন্তু সিএএ, এনআরসি লাগু করতে দেব না।

জামিয়াতুস্ সুন্নাহ্ বেনা

একটি আদর্শ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সীট চলছে

● আবাসিক
● অনাবাসিক

মাদ্‌রাসার বৈশিষ্ট্যঃ

- আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নূরানী তাখ্‌তী ও ক্বুর্‌আন মাশ্‌ক্ব্ করানোর ব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বাংলা, ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব।
- ছাত্রদের উত্তম চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি।
- ২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ।

আমাদের বিভাগ সমূহঃ

- নূরানী বিভাগ
- নাযেরা বিভাগ
- হিফ্‌য্ বিভাগ
- জেনারেল বিভাগ

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আপনার সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুহতামিম
ক্বারী রফিকুল ইসলাম ক্বাসিমী

উত্তর বেনা , বাদুড়িয়া
উত্তর ২৪ পরগণা , পশ্চিমবঙ্গ

+91 8001114478

চাঁদপুর আলিয়া একাডেমি ফর বয়েজ (উঃ মাঃ)

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠক্রম অনুসারে পরিচালিত এবং ইসলামিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক মানের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পো: চাঁদপুর, বেড়াচাঁপা-হাবড়া রোড, থানা ও ব্লক: দেগঙ্গা, উ: ২৪ পরগনা

Mob: 9830367606/7980529973/7602225102

Website - www.chandpuraliaacademy.org

একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তি চলছে

■ একাদশ শ্রেণিতে অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে উন্নততর শিক্ষা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা। ■ ডিজিটাল ক্লাসরুমে অত্যাধুনিক মানের টিচিং, লার্নিং অ্যাপস-এর মাধ্যমে অডিও-ভিসুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা। ■ প্রতি মাসে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস এবং মান্থলি টেস্ট-এর ব্যবস্থা। ■ একাদশ শ্রেণিতে ও NEET-UG-2025 কোর্সে ভর্তির জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে আবেদন করুন।

আমাদের পরিষেবা

"ডাক্তার" হওয়ার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তুতি

তৃতীয় বর্ষের আবাসিক ব্যাচে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

Start Your...
NEET-UG 2025
PREPARATION EARLY

আসন সংখ্যা সীমিত

- অভিজ্ঞ ডাক্তার ও অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে ৬০০ ঘণ্টা ক্লাস (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয়ে)।
- শিক্ষার্থীদের মনোসংযোগের লক্ষ্যে মোটিভেশনাল সেমিনার এবং প্রতিমাসে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা।
- তিনমাস পর থেকে প্রতি সপ্তাহে মক টেস্ট সহ দায়িত্বশীল ইনচার্জের তত্ত্বাবধানে সার্বিক সুবিধাজনক পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা।
- ডিজিটাল ক্লাসরুম ও সায়েন্স ল্যাবের ব্যবস্থা।
- ইনস্টলমেন্ট-এর মাধ্যমে কোর্স ফি প্রদানের ব্যবস্থা।
- ফ্রেশার ও রিপিটার উভয়ের জন্য বিশেষ স্কলারশিপ-এর ব্যবস্থা।
- NEET-UG স্টুডেন্টদের প্রতি সপ্তাহে মক টেস্টের ব্যবস্থা।

পূর্ববর্তী বছরের NEET-UG-এর সাফল্যের খতিয়ান ২০২২ সালে ১০ জনের মধ্যে ৩ জন এবং ২০২৩ সালে ১৪ জনের মধ্যে ৪ জন সফল হয়েছে।

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের স্পট অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে এবং পরীক্ষায় সফল ছাত্রদের ভর্তি ফি 12,000 টাকা এবং মাসিক 3,000 টাকা (মোট-48,000/-)

NEET-UG আবাসিক ছাত্রদের ভর্তি ফি 20,000/- টাকা এবং বাকি কোর্স ফি 40,000/- টাকা (মোট-60,000/-) NEET-UG-এর ক্ষেত্রে কোর্স ফি বাবদ টাকা দু'টি ইনস্টলমেন্ট করা যাবে।

আবাসিক শিক্ষক চাই

বাংলা, ইংরেজি, অংক, জীবন বিজ্ঞান বিষয়সহ একজন মাওলানা আবাসিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফটোসহ বায়োডাটা পাঠান আগামী ২৩ শে এপ্রিল এর মধ্যে। হোয়াটসঅ্যাপ করুন— 9830367606.

সম্পাদক
ফিরোজ উদ্দিন মোহাম্মদ শফী

-ঃঃ পথনির্দেশ ঃঃ-

বনগাঁ ও শিয়ালদা থেকে হাবড়া স্টেশনে নেমে বেড়াচাঁপাগামী ট্রেকারে সরাসরি চাঁদপুর মিশন এবং ধর্মতলা ও হাসনাবাদ বসিরহাট থেকে টাকি রোডে বেড়াচাঁপা চৌমাথা নেমে ট্রেকার ও অটোয় সরাসরি চাঁদপুর।

সভাপতি
ডা. আজিজার রহমান

প্রথম নজর

কোচবিহারে বিজয় মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষের ঘটনার মাধ্যমে। ইভিএম বন্দি হয়েছে প্রার্থীদের জয় পরাজয়ের ভাগ্য। ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির নেতৃত্বে বিশাল মিছিল করে কোচবিহার শহরে বিজয় মিছিল হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বর্ষিয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবিন্দ্রনাথ ঘোষ ও ফেসবুকে এক্স এমপি লিখে তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট করেছেন। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শতভাগ নিশ্চিত এই আসনে বিজেপি প্রার্থী নীশীত প্রামাণিকের পরাজয় হচ্ছে এবং তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মন বসুনিয়া জয়লাভ করেছেন। বিজেপির তরফে অবশ্য এ বিষয়কে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে ফলাফল যেদিন বেরোবে সেদিন আমরাই জিতবো।

জয়নগরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: লোকসভা ভোটের আগে পুলিশের ধরপাকড় চলছে।আর জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক।পাঠানো হলো বারুইপুর মহকুমা আদালতে শুক্রবার।ভোটের আগে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই শান্তনু বিশ্বাস ও এ এস আই সুকুমার হালদার সহ পুলিশের বিশেষ টিমের নজরে আসে জয়নগর থানার বাগচি গোবিন্দপুর এলাকায় এক ব্যক্তির সন্দেহজনক গতিবিধি। আর তখনই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে একটি ওয়ান সাটার উদ্ধার হয়।আর তাঁর পরেই তাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে।ধৃতের নাম সরিফুল সরদার,বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের বাগচী গোবিন্দপুর গ্রামে।সে এই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কার জন্য অপেক্ষা করছিল। কে এই আগ্নেয়াস্ত্র নিতে আসছিল, কতদিন ধরে এই বেআইনি অস্ত্র নিয়ে কারবার করছিলো সে সব কিছু জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

প্রচারে সাজদা

আপনজন: প্রচারের ফাঁকে উলুবেড়িয়ায় ডাবের জলে গলা ভেজালেন উলুবেড়িয়া লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান সেখ ইনামুর রহমান (কোচন), উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের দলের সভাপতি আকবর সেখ প্রমুখ। ছবি ও তথ্য: সুরজীৎ আদক।

ছুটি নয়, সকালে বিদ্যালয় চালুর দাবি বাম শিক্ষক সমিতির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: তাপপ্রবাহের কারণে আগামী ২২ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজ্যের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে গরমের ছুটির প্রতিবাদ এবং সকালের দিকে বিদ্যালয় চালুর দাবিতে সোচ্চার হন এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠন। উক্ত দাবির প্রেক্ষিতে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সাংসদ সভাপতির মাধ্যমে কোলকাতা বিকাশ ভবনের শিক্ষা দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় শুক্রবার,বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বীরভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে।সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা ফরিদা ইয়াসমিন এক সাক্ষাৎকারে বলেন- ছুটির তালিকা অনুযায়ী আগামী ১৩ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটি। গরমের কারণে গত ১ লা এপ্রিল এক নির্দেশিকায় আগামী ৬ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর গতকাল আগামী ২২ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ বিগত বছরগুলির ন্যায় এবারও গরমের ছুটি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আবহাওয়া দপ্তর সহ শিক্ষক সংগঠনের কোনো মতামতের তোয়াক্কা না করেই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিকভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
করোনায় ২ বছর বিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর থেকে গরমের অজুহাতে প্রতি বছর দেড় দুই মাস করে বিদ্যালয় বন্ধ রাখায় পড়াশোনার প্রচন্ড ক্ষতি হচ্ছে। সিলেবাস শেষ হচ্ছে না। শিশুরা স্কুল আসবার অভ্যাস হারিয়ে ফেলছে। দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকার ফলে মোবাইলের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। সবে মিলে স্কুলছুট বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ে ছাত্রাভাব ঘটছে। রাজ্যে ছাত্রের অভাবে চলা ৮২০৭ টি বিদ্যালয়ের তালিকা রয়েছে। আগামী দিনে তা আরও বাড়বে এবং বিদ্যালয় বন্ধ হবে। আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী এ বৎসর প্রায় আড়াই মাস তাপ প্রবাহ চলবে। ফলে পাঠদানের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। গরমের জন্য ইতিমধ্যে বেশ কিছু জেলায় প্রাথমিকে সকালে স্কুল চলছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ অন্যান্য বহু স্কুলে প্রতি পিরিয়ডে 'জল বেল' দেওয়া হচ্ছে। বিকল্প হিসেবে সর্বত্র সকালে পাঠদান প্রক্রিয়া চালুর দাবি জানান।

তাপপ্রবাহে বিদ্যুৎ বিভ্রাট রুখতে জরুরি বৈঠকে বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দফতরে সিইএসসি'র শীর্ষ অধিকারীদের সঙ্গে বাংলায় তীব্র দাবদাহ (৪০ ডিগ্রি থেকে ৪২ ডিগ্রি) এবং অস্বাভাবিক বিদ্যুতের চাহিদা নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ সচিব শ্রী শান্তনু বসু ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (WBPDCL)এর চেয়ারম্যান শ্রী পি বি সেলিম। বৈঠকে সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কোথাও যদি যান্ত্রিক গোলযোগ হয় সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রাহকদের এসএমএসের মাধ্যমে জানানো ও যান্ত্রিক গোলযোগ মেরামতের সময় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার নির্দেশ দেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী। একই সঙ্গে মোবাইল রিপেয়ারিং ভ্যান ও লোকসংখ্যা বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে। কোনো কারণেই অসহ্য গরমে যাতে মানুষ বিদ্যুৎ বিভ্রাটে কষ্ট না পায় সে বিষয়ে নজর রাখতে সি ইএসসি কর্তৃপক্ষকে কড়া নির্দেশ দেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বৃহস্পতিবার থেকে এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে শুক্রবারও সেই একই পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার তাপপ্রবাহের সতর্কতা ছিল পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। এইসব জেলাগুলিতে কমলা সর্তকতা জারি করা হয় আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি তাপপ্রবাহ এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সর্তকতা জারি হয় উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। এই তিন জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি করা হয় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে। কলকাতায় শুক্রবার তাপমাত্রা ছিল ৪০.৮ডিগ্রি, দমদমে ৪১.৫ ডিগ্রি , ডায়মন্ড হারবারে ৩৮.৮ মেদিনীপুরে ৪৩.৫ ডিগ্রি, দিঘাতে ৩৬.১ কৃষ্ণনগরের ৪০.৬ ডিগ্রি, বাঁকুড়াতে ৪২.৭ শান্তিনিকেতনে ৪১ . ৬ ডিগ্রি, বহরমপুরে ৩৮.২ ডিগ্রি, সল্টলেকে ৪১ .১ ডিগ্রি ,ক্যানিংয়ে ৪১ ডিগ্রি কন্টাই ৩৮ ডিগ্রি, হলদিয়াতে ৩৬.১ ডিগ্রি,মগরা তে ৪০.৫ ডিগ্রী, বর্ধমান এ ৪২ .৫ ডিগ্রি, পানাগড়ে ৪৪ ডিগ্রী, আসানসোল ৪২.৪ ডিগ্রী পুরুলিয়াতে ৪২.৩ ডিগ্রি ব্যারাকপুরে ৪১.২ ডিগ্রি, সিউড়িতে ৪৩.৫ ডিগ্রী, ঝাড়গ্রামে ৪৩.৫ডিগ্রি ,সাগর আইল্যান্ডে ৩৫ ডিগ্রী, বসিরহাটে ৩৮.৫ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিল।

বন্ধ থাকা পার্টি অফিস খোলায় অশান্তি, জখম ৬ তৃণমূল কর্মী

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ১ নং ব্লকের পারাজে তৃণমুলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফলে মারামারি। ঘটনায় আহত দুইপক্ষের মোট ছয়জন। বৃহস্পতিবার বৈকালে বন্ধ থাকা পার্টি অফিসের চাবি খোলাকে কেন্দ্র করে বিতর্কে জড়ায় প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন ও বর্তমান ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জীর লোকেরা। বিতর্ক থেকে লাঠি হাতে মারামারিতে জড়িয়ে পরে দুইপক্ষ। তৃণমূল নেতা আনোয়ার সেখের অভিযোগ, এদিন বিকালে পারাজে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের চাবি খুলে দিলে সেখানে তাদের গোষ্ঠীর তিনজন লোক বসে ছিল। তারা সেখান থেকে চলে বাড়ি এলে। তাদের উপর চড়াও হয় জাকির গোষ্ঠীর লোকজন। এরপরই তাদের তিনজনকে বাঁশ লাঠি দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তাদের গোষ্ঠীর বসির সেখ, মতি মন্ডল ও সেখ রাজু জখম হয়েছেন। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা মফুল সেখ বলেন, আমরা বহু কষ্টে পারাজে বিগত পঞ্চায়েত গড়েছিলাম। এবারে আমাদের কাউকে টিকিট দেয়নি। আমরাই পার্টি অফিসটা নির্মাণ করেছি। ব্লক সভাপতি পরিবর্তন হবার পর অশান্তি হতে পারে বলে সেটা বন্ধ ছিল।
এদিন ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জী পারাজে মিটিং করে পার্টি অফিসটা খুলে দেয়। খোলা পার্টি অফিসে তাদের লোকরা ঢুকতে গেলে ব্লক সভাপতির লোকেরা বাধা দেন। এর জন্যই মারামারি হয়েছে। আমাদেরও সেখ সাদ্দাম, নয়ন মল্লিক, রাকিবুল আনসারী জখম হয়েছে। এদিকে প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, এটা কোন গোষ্ঠী দন্দ নয়। পার্টি অফিসটা সব তৃণমূল কর্মীদের। সেখানে সব কর্মীরা প্রবেশ করবে। পার্টি অফিসটা আচমকা খুলে দেওয়ার কারনে ছোট একটা অশান্তি হয়েছে। আমরা ব্যপারটা দেখে মিটমাট করার চেষ্টা করছি। বিষয়টি নিয়ে বর্তমান ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জ্জী বলেন, এখন কর্মী সভায় আছি। পারজে কর্মী সভা হওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, হা পারজে কর্মসভা হয়েছে। তবে মারামারির ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, দলীয় নির্দেশ অমান্য করেই পার্টি অফিস খোলা হয়েছিল। এ বিষয়ে দল তদন্ত করে দেখবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পুলিশের উদ্যোগে মালদায় শুরু নাকা চেকিং

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আগামী ৭ই মে মালদায় তৃতীয় দফায় লোকসভা নির্বাচন।
তার আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জেলা পুলিশের উদ্যোগে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। আর এই নাকা চেকিং করার সময় শুক্রবার সকাল আনুমানিক এগারোটা নাগাদ ইংলিশ বাজার থানার অন্তর্গত লুকোচুরি ফাঁড়ির পুলিশ লুকোচুরি এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণে মদ উদ্ধার করল।
জানা যায় শুক্রবার সকাল থেকেই লুকোচুরি ফাঁড়ির ইনচার্জ ছোটন প্রসাদের নেতৃত্বে নাকা চেকিং অভিযান চালানো হয়। ঠিক সেই সময় মহদীপুর থেকে একটি টোটোতে করে বিপুল পরিমাণে মদ নিয়ে আসা হচ্ছিল মালদার দিকে। লুকোচুরি এলাকায় টোটো আটকে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রায় ২০০ বোতল দেশি এবং বিদেশি মদ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় উজ্জ্বল ঘোষ নামে ওই টোটো চালককে। ভোটের আগে বিপুল মদ উদ্ধার হওয়ায় পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাঁকুড়ায় সচেতনতা পদযাত্রা প্রশাসনের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভোটের আগে বাঁকুড়ায় প্রশাসনিক উদ্যোগে সচেতনা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল।
জেলাশাসকের দপ্তর থেকে সার্কিট হাউস পর্যন্ত এই পদযাত্রায় জেলাশাসক সিয়াদ এন, পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী সহ স্থানীয় স্কুল কলেজ গুলির ছাত্র ছাত্রীরা এদিনের এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।
এদিনের এই কর্মসূচীতে অংশ নেওয়া ও এই প্রথমবার ভোটদানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়া ছাত্র ছাত্রীরা জানিয়েছেন, ভালো লাগছে এই প্রথম আমরাও ভোট দেবো। জেলাশাসক সিয়াদ এন বলেন, ভোট দানে প্রতিটি মানুষকে উৎসাহিত করতেই এই পদযাত্রার আয়োজন বলে তিনি জানান। পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী বলেন, ভোটের দিন সকলে ভোট কেন্দ্রে এসে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। মূলত ভোটারতে অভয় দিতে এই পদযাত্রা।

এবার তৃণমূল কংগ্রেসের তফশিলি সংলাপ কর্মসূচি, শুরু প্রচারও

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: এবার তফশিলি জাতি ও উপজাতির ভোট ব্যাংকের উপর নজর শাসক দল তৃণমূলের। কারণ তৃণমূলের পক্ষ থেকে তফশিলি সংলাপ শিরোনামে একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেখানে তফশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হবে। সেই প্রচার অভিযানে একদিকে তফশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষদের উপর বিজেপির অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধরা হবে।
অন্যদিকে তফশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কি কি জনমুখী কর্মসূচি নিয়েছে সেগুলিও তুলে ধরা হবে তফশিলি সংলাপ প্রচার অভিযানের মধ্য দিয়ে। সেই মর্মে শুক্রবার দুপুরে নলহাটি দু নম্বর ব্লকের তৈহার গ্রামে তফশিলি সংলাপ অভিযান কর্মসূচির সূচনা করেন হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের ফাইভ ম্যান কমিটির সাধারণ সভার সম্পাদক আবু জাহের রানা, তফশিলি জাতি ও উপজাতির ব্লক সভাপতি বিদ্যুৎ মাল সহ স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

তফশিলি জাতি ও উপজাতির নলহাটি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি বিদ্যুৎ মাল বলেন, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার তফশিলি জাতির উপর কিভাবে অত্যাচার করে এবং তাদের কতটা নিম্ন চোখে দেখে তার জ্বলন্ত উদাহরণ, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মূকে সংসদ ভবন উদ্বোধনের সময় সাঁওতাল মহিলা বলে তাকে ডাকা হলো না। একই ভাবে রাম মন্দির উদ্বোধনেও তফশিলির সম্প্রদায়ের মানুষকে ডাকা হয়নি। এখান থেকে বোঝা যায় কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার তফশিলির সম্প্রদায়ের মানুষকে শুধু ভালবাসে না তাকে ঘৃণার চোখেও দেখে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব প্রকল্পগুলি করেছেন, যেমন জয় জওহর বা তফশিলি বন্ধু প্রকল্পে ৬০ বছরের পিছিয়ে পড়া তফশিলি সম্প্রদায় মানুষের জন্য বার্ধক্য ভাতা। এছাড়াও তফশিলির সম্প্রদায় লক্ষ্মীর ভান্ডারে যেখানে এক হাজার টাকা পেতেন তাদের জন্য এখন বারোশো টাকা করা হয়েছে। এখান থেকেই পরিস্কার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝাতে চাইছেন অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের যাতে উন্নয়ন হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তফশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য যে প্রকল্পগুলি রূপায়িত করেছেন সেই উন্নয়নে বার্তা নিয়েই আমরা তফশিলি জাতি ও উপ জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে গিয়ে তুলে ধরছি। সেই সঙ্গে বিজেপি সরকারের যে অপকর্ম সেগুলো তুলে ধরা হচ্ছে এই কর্মসূচিতে।

মুর্শিদাবাদে বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস উদযাপন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ১৮ই এপ্রিল বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডে উদযাপন করা হলো নবাবের শহর মুর্শিদাবাদে।
বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে লালবাগ সিংঘী হাইস্কুল মোড় থেকে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয় এদিন। পাঁচরাহা বাজার মোড়, ওয়াসেফ মঞ্জিল, কেল্লা নিজামত, হাজারদুয়ারি, আস্তাবল হয়ে আবারো সিংঘী হাইস্কুল মোড়ে পদযাত্রা শেষ হয়। পদযাত্রায় মুর্শিদাবাদ শহরের দশটি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন এবং কুর্মিটোলা হাই স্কুলের এনসিসি বিভাগের সদস্যরা এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। মুর্শিদাবাদ শহর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে তোলার দাবিতে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন যোগেন বিশ্বাস, অসিত ভট্টাচার্য, শুভাশীষ পালের মতো বহু ইতিহাসপ্রেমী মানুষজন। এদিন বিকেলে ওয়াসিফ মঞ্জিল প্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপন করে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। ওই সংস্থার সম্পাদক স্বপনকুমার ভট্টাচার্য বলেন, জেলার বিভিন্ন ইতিহাস নিয়ে আমরা কাজ করি। ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন চলতে থাকবে।

খাদ্যে বিষক্রিয়া, ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত মহিলা ও শিশু সহ ২০০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জের ঘুমটি এলাকায় খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়ে দুই শতাধিক গ্রামবাসী অসুস্থ হন । ৭০ জন এর বেশি যোগেশগঞ্জ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালে ভর্তি হয়। কিন্তু এখন ৩০ জন চিকিৎসাধীন । গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে ।অসুস্থদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক । বুধবার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাড়িতে খাওয়ার পর গ্রামবাসীরা একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ে । বমি পায়খানা মাথার যন্ত্রণা শরীরের উচ্চ তাপমাত্রা নিয়ে অসুস্থ হয়েছে তাদেরকে যোগেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়েছে । সেখানেই তাদের চিকিৎসা শুরু হয় । এরপর বেশ কিছু রোগী সুস্থ হয়ে গেলে তাদেরকে ছুটি দেওয়া হয় ।কিন্তু এখনো ৩০ জন হাসপাতালে ভর্তি। গ্রামেও অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য গ্রামে একটি

মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে,হাড়োয়া আন্দুলিয়ায় জমি বিবাদে মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার বেড়ে দাঁড়ালো ১২। অন্যদিকে, পাঁচ দিন পুলিশ হেফাজতে থাকার পর ১১ জন ধৃত আসামিকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠালো পুলিশ চলতি মাসের ১৩ তারিখ সকাল সাতটা নাগাদ হাড়োয়া থানার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামে জমি বিবাদের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল একজনের। পরবর্তীতে চার দিন আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার আরো একজনের মৃত্যু হয়। আগেই এগারো জনকে গ্রেফতার করেছিল হাড়োয়া থানার পুলিশ। তারপর বশিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাদেরকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন আদালত ।৫ দিন পুলিশ হেফাজতশেষ করে শুক্রবার আবারো ১১ জনকে আদালতে পাঠায় পুলিশ। বৃহস্পতিবার আরো একজনের মৃত্যু হওয়ার পরেই হাড়োয়া থানার পুলিশ আরো একজনকে গ্রেফতার করে ।

সংখ্যালঘু কমিশনে মাদ্রাসা শিক্ষকদের স্মারকলিপি

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘ ৮ মাসের বকেয়া বেতন ও স্থায়ীকরণের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনে ডেপুটেশন দিল মাদ্রাসা কম্পিউটার শিক্ষকদের সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আই সি টি কম্পিউটার টিচার্স অর্গানাইজেশন ।' শুক্রবার সিরাত সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশনাল ট্রাস্টের রাজ্য সম্পাদক ও শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান এর নেতৃত্বে কলকাতা খাদ্য ভবনে রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরানের হাতে স্মারকলিপি জমা দেন সংগঠনের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল । প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক রবিউল ইসলাম, সুবিদ হাসান, জোনার্ধন সরদার, আবু তালেব লস্কর, পিয়ালী দাস প্রমুখ । সংগঠনের দাবিতে বলা হয়, স্কুলে নিয়োজিত কম্পিউটার শিক্ষকদের সরকারি চুক্তিভিত্তিক স্থয়ীকরণ শিক্ষকের পদে উন্নীত করা হলেও, একই কাজে নিযুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত । উপরন্তু গত আগস্ট মাস থেকে তারা বিনা বেতনে মাদ্রাসা গুলিতে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছে। আহমেদ হাসান ইমরান তাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন ও দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

প্রথম নজর

যুক্তরাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে ইসরায়েলকে হুঁশিয়ার করলেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: পাল্টাপাল্টি হামলা ঘিরে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্য চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে ইসরায়েল যদি আবারও হামলা করে তাহলে তাহলে তাৎক্ষণিক ও কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান।
বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর ইরিন বার্নেটকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমন বার্তা দেন তিনি।
ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ইসরায়েলি সরকার যদি আবারও দুঃসাহস দেখায় এবং ইরানের স্বার্থের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয় তাহলে আমাদের পরবর্তী জবাব তাৎক্ষণিক ও ভয়াবহ হবে।
তবে ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি তেমন আমলে নেয়নি ইসরায়েল। শুক্রবার ইরানি হামলার জবাবে ইরানের ইস্পাহান প্রদেশে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেল আবিব। ইসরায়েলি হামলার জেরে প্রদেশটি একাধিক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠে। যদিও ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বিদেশ থেকে কোনো হামলার কথা বলা হয়নি।
একটি সূত্র বলছে, হামলায় কোনো ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার না করে শুধু ড্রোন পাঠিয়ে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে তেল আবিব। এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মনে করা হচ্ছে ইরানের কড়া প্রতিক্রিয়া এড়াতেই শুধু মুখ রক্ষার দায়ে এ হামলা পরিচালনা করেছে ইসরায়েল। গত শনিবার রাতে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় ইরান। মূলত চলতি মাসের শুরুর দিকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের দূতাবাসে ইসরায়েলি বোমা হামলার জবাবে শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে এই পাল্টা হামলা করে তেহরান।
এই পাল্টাপাল্টি হামলা ঘিরে তখন থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের দুই চিরশত্রুর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এমনকি এই বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁধে যেতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশ্লেষকরা। গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার দামেস্কে অবস্থিত ইরানের কনস্যুলেটে হামলা চালিয়ে দেশটির কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করে ইসরায়েল। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে একের পর এক হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিল ইরান।

মার্কিন ভেটোতে আটকে গেল জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের সদস্যপদ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়ার জন্য ফিলিস্তিনের আবেদনের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটিতে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাবের ওপর ভোট অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৩ সদস্যের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যের মধ্যে ব্রিটেন ও সুইজারল্যান্ড ভোটদানে বিরত ছিল। বাকি ১২ জন কাউন্সিল সদস্য 'হ্যাঁ' ভোট দেয়। ভেটো প্রদান করে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রস্তাবের পক্ষে কমপক্ষে ৯টি দেশের ভোট দরকার। তবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন এই পাঁচ দেশের কোনো একটি দেশ ভেটো দিলে প্রস্তাবটি পাস হবে না।
ফিলিস্তিন ২০১২ সালে জাতিসংঘে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পেয়েছে। জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়ার জন্য দেশটি বহু বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য হওয়ার জন্য তাদের আবেদন নিরাপত্তা পরিষদে অনুমোদিত হতে হবে। এরপর সাধারণ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন লাগবে । জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমান্তের মধ্যে পাশাপাশি বসবাসকারী ফিলিস্তিন ও ইসরাযেল রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা উপত্যকায় একটি রাষ্ট্র চায়। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল এ অঞ্চলের অনেক ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের মধ্যে অসলো চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র অর্জনে সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে যাচ্ছে আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর অভিযান এবং তাতে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘণের অজস্র ঘটনার দায়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, তার নেতৃত্বাধীন যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য এবং ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর বেশ কয়েক জন জেষ্ঠ্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)।
খুব দ্রুতই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আইসিসির রয়েছে বলে বিশেষ সূত্রে নিশ্চিত হয়েছে ইসরায়েল সরকার। সম্ভাব্য এই পদক্ষেপ ঠেকাতে তাই সম্প্রতি নিজ কার্যালয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন নেতানিয়াহু।
ইসরায়েলের বর্তমান যুদ্ধকালীন বিশেষ মন্ত্রিসভার বিচার বিষয়ক মন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন, স্ট্র্যাটেজিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক মন্ত্রী রন ডারমার, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এবং সরকারপন্থী বেশ কয়েকজন আইনজীবও আইন বিশেষজ্ঞ উপস্থিতি ছিলেন।
গত মঙ্গলবার রাতে এ বৈঠক হয়েছিল বলে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলকে নিশ্চিত করেছে রাষ্ট্রটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর।
বুধবার জেরুজালেম সফরে গিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এবং জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যানালিনা বেয়ারবক। তাদের সঙ্গে বৈঠকের সময়ও আইসিসির সম্ভাব্য গ্রেফতারি পরোনার প্রসঙ্গটি নেতানিয়াহু তুলেছিলেন বলে জানা গেছে। পরোয়ানা ঠেকাতে তিনি এই দুই দেশের সরকারের সহযোগিতাও চেয়েছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে হামাস এবং আইডিএফের মধ্যে ব্যাপক সংঘাত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধগুলো নিয়ে ২০১৯ সালে তদন্ত শুরুর ঘোষণা দেয় আইসিসি। পরে করোনা মহামারির কারণে প্রায় দেড় বছর এই কাজ স্থগিত থাকার পর ২০২১ সালের ২৩ মার্চ ফের তদন্ত শুরু করে আইসিসি।
সেই তদন্তের অংশ হিসেবে গত ডিসেম্বরে ইসরায়েল সফরে এসেছিলেন আইসিসির শীর্ষ প্রসিকিউটর করিম খান।
ইসরায়েলি প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর আপত্তির কারণে গাজা সফরে যেতে পারেননি তিনি তবে সেই সফর শেষে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা এবং তার জবাবে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয় এবং যেসব সহিংসতা পূর্বে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, সেসব হামাস এবং আইডিএফের পূর্ব পরিকল্পিত বলে তিনি মনে করছেন। এ সংক্রান্ত কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণও তার হাতে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। করিম খানের সফরের তিন মাস পর এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির প্রক্রিয়া আইসিসি শুরু করেছে বলে জানা গেছে, যা নিয়ে উদ্বেগে পড়েছে ইসরায়েরের সরকার।

যে কারণে ইরানের ইসফাহান শহরকে লক্ষ্যবস্তু বানালো ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ব্যাপক হুমকি-ধামকির পর শেষ পর্যন্ত ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার বদলা নিতে দেশটিতে পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) স্থানীয় সময় ভোরে ইরানের মধ্যাঞ্চলীয় ইসফাহান শহরে হামলা চালায় নেতানিয়াহু বাহিনী। এরপর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে- কেন ইসফাহানকে লক্ষ্যবস্তু বানালো ইসরায়েল? ইরানের কোন লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করতে পারে নেতানিয়াহু বাহিনী?- এমন প্রশ্ন চর্চায় ছিল গেল কয়েকদিন ধরেই। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে আসে আকাশপথে পরমাণু স্থাপনা, পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র, বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর ঘাঁটিসহ অবকাঠামো ও অবস্থানগুলো সম্ভাব্য ইসরায়েলি বিমান হামলার লক্ষ্য হতে পারে। এসব আশঙ্কা সত্যি করে, এমন স্থানে তেল আবিব হামলা চালিয়েছে যেখানে সত্যিই পরমাণু স্থাপনা রয়েছে। ইসফাহান শহরটি ইরানের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত। এটিকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাজধানী তেহরানের দক্ষিণে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শহরটি পারমাণবিক স্থাপনা এবং সামরিক বিমানঘাঁটির আবাসস্থল। সামরিক গবেষণা ও উন্নয়নের স্থাপনা এবং সামরিক ঘাঁটিসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রয়েছে। এছাড়া ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির কেন্দ্রস্থল নাতাঞ্জসহ ইসফাহানে বেশ কয়েকটি পারমাণবিক স্থাপনা অবস্থিত। এটি ইরানের সর্ববৃহৎ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র। এছাড়া এখানে ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের বিশাল কমপ্লেক্সও রয়েছে বলে জানা যায়। এর আগে, সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে নেতানিয়াহু বাহিনীর হামলার প্রতিশোধে শনিবার (১৩ এপ্রিল) রাতে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে নজিরবিহীন হামলা চালায় ইরান। এরপরই তেহরানকেও মোক্ষম জবাব দিতে ছক কষতে থাকে তেল আবিব। আর হামলা চালালে এমন জবাব দেয়া হবে যাতে অনুশোচনায় ভুগতে হয় তেল আবিবকে- এমন সতর্কবার্তাও দেয় তেহরান।
যেকোনো আগ্রাসনের প্রতিশোধ হিসেবে ইসরায়েলকে 'মাটির সঙ্গে মিশিয়ে' দেয়া হবে বলেও হুমকি দেন ইরানের প্রেসিডেন্ট। বলেন, ইরানের সক্ষমতার পুরোটা দেখালে বিশ্ব মানচিত্র থেকে 'উধাও' হয়ে যাবে ইসরায়েল। তাই বাড়াবাড়ি না করতে দেয়া হয় একের পর এক হুঁশিয়ারি। তেহরানের হুমকির পর ইসরায়েলের মিত্রসহ পশ্চিমারাও ইরানে হামলা চালাতে নিষেধ করে। তবে পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নেতানিয়াহু ইরানের ভূখন্ডে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। ইরানে ইসরায়েল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে বলে জানায় মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম এবিসি নিউজ। পরে তাদের বরাতে এ তথ্য জানায় সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
তবে এমন খবরের পর তেহরান বলছে, তারা বেশ কয়েকটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে এবং দেশটিতে 'এখনো কোনো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা' হয়নি। এদিকে ইসরায়েলের এই হামলার পর বিশ্লেষকরা বলছেন, দু'পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মকাণ্ডে কেবলই পরিস্থিতি ঘোলাটে হচ্ছে। চলমান পরিস্থিতিতে তেল আবিব-তেহরান যুদ্ধ বেঁধে যায় কিনা, তা-ই এখন শঙ্কার বিষয়।

আমাদের প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ: ইরান

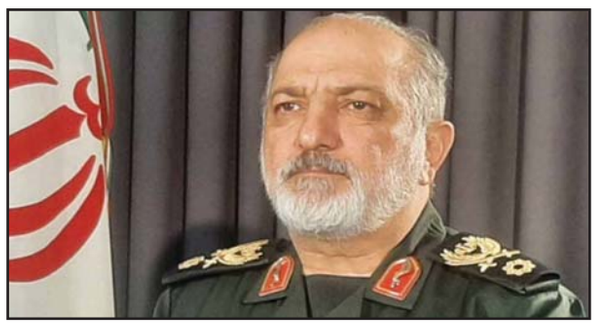

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার ড্রোন হামলার পর ইসরায়েলকে হুমকি দিয়ে ইরানের সামরিক বাহিনীর এলিট শাখা ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কর্পস বলেছে, যদি দেশটির পরমাণু স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে কোনো হামলা চালানো হয়– তাহলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। পারমাণবিক স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইআরজিসি টিমের প্রধান জেনারেল আহমেদ হাকতালাব এক বার্তায় বলেছেন, 'যদি জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠী আমাদের পরমাণু স্থাপনা ও কেন্দ্রগুলোতে কোনো প্রকার ক্ষতি সাধনের পদক্ষেপ নেয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা তার প্রতিক্রিয়া জানাব এবং সেই প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ।'
ইসরায়েল যদি সত্যিই পরমাণু স্থাপনায় হামলা করে, তাহলে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন জেনারেল হাকতালাব।
'ইসরায়েলের ভুয়া জায়নবাদী গোষ্ঠী যদি ইরানের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য পারমাণবিক স্থাপনা ও প্রকল্প কার্যালয়ে হামলা করে, তাহলে ইরানও তার পারমাণবিক ডকট্রিন ও নীতি সংশোধন করবে এবং পূর্বঘোষিত বিবেচন্য বিষয়গুলো থেকে সরে আসবে।'
গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি দূতাবাসে বোমা হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। এতে নিহত হন ১৩ জন।
নিহতদের মধ্যে ইরানের সামরিক বাহিনীর এলিট শাখা ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কর্পসের দুই জ্যেষ্ঠ কমান্ডার মোহাম্মদ রেজা জাহেদী এবং মোহাম্মদ হাদি হাজি রাহিমিও ছিলেন। হামলার দায় এখন পর্যন্ত ইসরায়েল স্বীকার করেনি। তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা পাওয়া গেছে,তাতে হামলাটি যে আইডিএফ করেছিল– তা পরিষ্কার। গত সপ্তাহে ইরানের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছিলেন– এই হামলার জন্য ইসরায়েলকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। তারপর শনিবার রাত ও রোববার ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ৩ শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরানের সামরিক বাহিনী। হামলায় হতাহতের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্র, জর্ডান ও আঞ্চলিক মিত্রদের সহায়তায় বেশিরভাগ ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার আগেই ধ্বংস করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

৩৪ হাজার ছাড়াল গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা

আপনজন ডেস্ক: গত অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলা এখনো চলছে। ইতিমধ্যে অঞ্চলটিতে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়েছে। ওই অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় অন্তত ৪২ জন নিহত এবং ৬৩ জন আহত হয়েছে। এতে ৭ অক্টোবর থেকে সাত মাসে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে পৌঁছেছে অন্তত ৩৪ হাজার ১২ জনে।
পাশাপাশি এ সময়ে আহত হয়েছে ৭৬ হাজার ৮৩৩ জন। মন্ত্রণালয় আরো বলেছে, অনেক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছে। কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছতে পারছেন না। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে আন্তঃসীমান্ত হামলা চালায়। তেল আবিবের হিসাবে, সেই হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছে। হামলার পর থেকেই ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েল ফিলিস্তিনি অঞ্চলের ওপর অবরোধ আরোপ করেছে। এতে ওই অঞ্চলের লোকজন, বিশেষ করে উত্তর গাজার বাসিন্দারা অনাহারের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। এদিকে জাতিসংঘের মতে, গাজার ওপর ইসরায়েলি যুদ্ধে কারণে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে ভূখণ্ডের ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।
এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েল গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত। জানুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে তেল আবিবকে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানের সাথে 'উঁচু দরের জুয়া খেলছে' ইসরায়েল : যুক্তরাজ্যের সাবেক রাষ্ট্রদূত

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে যুক্তরাজ্যের সাবেক রাষ্ট্রদূত টম ফ্লেচার বিবিসি রেডিও ৪-এর টুডে প্রোগ্রামে বলেছেন, পুরো বিষয়টি এখনও 'বেশ ঝাপসা' এবং ওই অঞ্চলের অনেকেই 'সত্যিকারের ভয় থেকে জেগে উঠছে।' তিনি বলেছেন, 'এটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইসরায়েল ইরানের সাথে জুয়া খেলা চালিয়ে যেতে চায়।' ফ্লেচার আরও বলেছেন, ওই অঞ্চলের কূটনীতিকরা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য, 'সবাই এখন এই বিষয়টির তীব্রতা বা উত্তেজনা কমানোর উপায় খুঁজছেন।'
তিনি বলেন,'আমরা জানি না, এখন উত্তেজনা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ইরান স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে যে এটি খুব বড় কোনো বিষয় নয়। তারা এটিকে খাটো করে দেখছে। এবং ইসরায়েল অবশ্য আরও নাটকীয় কোনো কর্মকাণ্ডকে বেছে নিতে পারত।' ফ্লেচার আরও বলেছেন, ইসরায়েল ইরানকে 'স্পষ্টভাবে বার্তা দিয়েছে' যে তারা চাইলে যেকোনো জায়গায় হামলা করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে পারমাণবিক স্থাপনাগুলোও এর বাইরে নয়।
যদিও ইরান গত কয়েকদিন ধরে 'পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ধারেকাছে না যাওয়ার' বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, 'এই সমস্ত কিছু মূল বিপদ হল, এখানে হিসেবের গড়মিল হলে অবশ্যই ঝুঁকি আছে।' তিনি বলেন। প্রসঙ্গত, সপ্তাহান্তে আক্রমণের প্রতিশোধ হিসেবে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল।
শুক্রবার ভোরে ইরানের মধ্যাঞ্চলীয় ইস্পাহান প্রদেশ একাধিক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এবিসি, সিবিএস এবং সিএনএন, অন্যান্য মিডিয়া মধ্যপ্রাচ্যের সময় শুক্রবার ভোরে ইরানে ইসরায়েলের হামলার কথা জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোকে বলেছেন, ইসরায়েল ইরানে প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে। তবে বিদেশ থেকে ইরানে কোনো 'হামলা' হয়নি বলে খবর দিয়েছে ইরানি গণমাধ্যম। এর আগে গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। এই হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর বিদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী কুদস ফোর্সের জ্যেষ্ঠ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদিসহ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা নিহত হন। এই হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৩ মি.

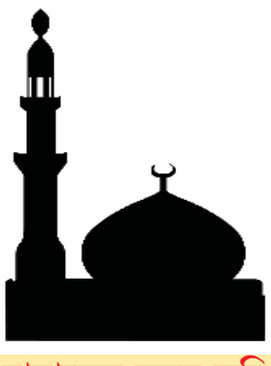

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৮	৫.১১
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৩	
এশা	৭.১৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৬	

পাকিস্তানে পাঁচ জাপানিকে লক্ষ্য করে আত্মঘাতী বোমা হামলা

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের করাচিতে শুক্রবার পাঁচ জাপানি নাগরিকের গাড়িকে লক্ষ্য করে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এতে প্রাণে বেঁচে গেছেন গাড়িতে থাকা নাগরিকররা। আত্মঘাতী হামলাকারীর সঙ্গে একজন বন্দুকধারীও ছিলেন। পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করেছে।
করাচি পুলিশের একজন মুখপাত্র জানান, আত্মঘাতী হামলার এই ঘটনায় দুই পথচারী আহত হয়েছেন।

ইরাক সিরিয়াতেও বিস্ফোরণের শব্দ, ইসরায়েলে সতর্কতার সাইরেন

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় ইরানের কনস্যুলেট ভবনে চালানো ইসরায়েলি হামলার জবাব গত শনিবার দিয়েছিলো ইরান। তিন শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে এই হামলা চালায় তেহরান। তারপর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছিলো ইসরায়েল। পাল্টা জবাবের বিষয়ে বহু আলাপের পর শেষ পর্যন্ত ইরানে হামলা চালিয়ে ইসরায়েল। দেশটির ইসফাহান শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। এরইমধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি ইরান স্থানীয় বিমান চলাচলও বন্ধ করে দিয়েছে। তবে তেহরান জানিয়েছে, ইসফাহানের পরমাণু ক্ষেত্র নিরাপদেই আছে।
এদিকে আজ শুক্রবার সকালে কাছাকাছি সময়ে সিরিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে চালানো সিরিজ হামলার পর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ইরনা এ খবর দিয়েছে। দক্ষিণ সিরিয়ার আদরা ও আল থালা সামরিক বিমানবন্দরে এই হামলা চালানো হয়। এদিকে ইরাকের আল ইমাম এলাকাতেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
এই ঘটনার মধ্যেই ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে সতর্কতা সাইরেন বেজে ওঠে। যদিও শুক্রবার ভোরে বেজে ওঠা সাইরেনকে পরে ফলস বা মিথ্যা অ্যালার্ম বলে দাবি করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

ইরানে হামলার খবর এক দিন আগেই পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: ইরানে ইসরায়েলের হামলার এক দিন আগেই এ বিষয়ে জানতে পেয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র। তবে তা তারা প্রকাশ করেনি। আবার ইসরায়েলকে এ কাজে সমর্থনও দেয়নি। মার্কিন গণমাধ্যমগুলো এ ধরনের খবর প্রকাশ করছে।
শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় ইসরায়েল। দেশটির ইসফাহান শহরে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। সে সঙ্গে ইসরায়েলি ড্রোন ভূপাতিত করার খবরও দেয় ইরান। পরে অবশ্য সেগুলো ইসরায়েলের ছিল কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে।
হামলার পর সিএনএন, এনবিসিসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম যুক্তরাষ্ট্রের আগাম তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। তাদের উদ্ধৃত করে পরে বিবিসি, দ্য ইকোনমিক টাইমস, এএফপি সংবাদ প্রকাশ করে।
ওইসব প্রতিবেদনে বলা হয়, নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক কয়েকজন মার্কিন কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বলেছেন যে, ইসরায়েল তাদের হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে আগেই যুক্তরাষ্ট্রকে বলেছিল।
বৃহস্পতিবারই বিস্তারিত জানতে পারে মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে এ হামলায় সমর্থন দেয়নি।
ওই মার্কিন কর্মকর্তার ভাষ্য ছিল, 'আমরা কোনো প্রতিক্রিয়াকে সমর্থন করিনি।' এর আগেও ইসরায়েলকে শান্ত থাকতে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

ক্ষেপণাস্ত্র নয়, ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল: ইরান

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ব্যাপক উত্তেজনার মধ্যেই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। তবে হামলায় ইসরায়েল কোনও ক্ষেপণাস্ত্র নয় বরং ড্রোন ব্যবহার করেছে বলে জানিয়েছে ইরান। শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) স্থানীয় সময় সকালে ইরানের সরকারি গণমাধ্যম জানিয়েছে, দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী কয়েকটি ড্রোন ধ্বংস করেছে। ইসরায়েলে ইরানের হামলার কয়েক দিন পরই পাল্টা হিসেবে এ হামলা হলো।
ইসরায়েলের আজকের হামলায় যুক্তরাষ্ট্র জড়িত নয় বলে একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। তবে হামলার আগে বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছিল ইসরায়েল।
ইরানের বার্তা সংস্থা ফারস বলেছে, মধ্যাঞ্চলের শহর ইসফাহানের একটি সেনাঘাঁটির কাছাকাছি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
ইরানের এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, এটা কোনো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নয়। ইরানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় হওয়ার কারণেই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলা হয়েছে, মধ্যরাতের একটু পরেই 'ইসফাহানের আকাশে তিনটি ড্রোন দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ নিরাপত্তাব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়। আর এর ফলে ড্রোনগুলো আকাশেই ধ্বংস করে ফেলা হয়।' টেলিভিশনে বলা হয়, ইসফাহানের অবস্থা এখন স্বাভাবিক। আর স্থলভাগে হামলার কোনো ঘটনা ঘটেনি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১০৭ সংখ্যা, ৭ বৈশাখ ১৪৩১, ১০ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

‘বড় গলাওয়ালা মা’

কথায় আছে–‘চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।’ প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির ‘উৎস’ অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত ‘বড় গলাওয়ালা মা।’ এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে ‘বড় গলাওয়ালা মা’ বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–‘চোরের মায়ের বড় গলা’। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’তে প্রকাশিত ‘সন্দেহের কারণ’ কাপলেট হইতে। তাহা হইল–‘কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।’

আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’, ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘চোরের সাক্ষী মাতাল’, ‘যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’, ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’, ‘চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা’, ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে ‘চোর’দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–‘সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।’ জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–‘যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।’ আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–‘প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।’ আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–‘চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।’ চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–‘একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।’ ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–‘যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।’ অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–‘একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।’

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–‘ঐ যে একটি চোরের মা!’ আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য ‘জিরাফ’ ঘুরিয়া বেড়ায়।

•••••••••••••

ইসরাইল-ইরান সংঘাতে কি জ্বালানি সংকট আসছে?

চলতি মাসের একেবারে প্রথম দিন সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলা চালায় ইসরাইল। এর জবাবে ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাতে ইসরাইলকে লক্ষ্য করে তিন শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)। তেহরানের হামলায় তেল আবিবের তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বটে, তবে বিভিন্ন সূত্রের বরাতে জানা যাচ্ছে, ইরানে শিগিগরই পালটা হামলা চালানোর বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে ইসরাইলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা। বলা বাহুল্য, ইসরাইল যদি ইরানে সত্যি সত্যিই আক্রমণ করে বসে, তাহলে গাজা যুদ্ধের কারণে আগে থেকেই অস্থিতিশীল হয়ে ওঠা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। বিশেষ করে, ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হলে তার প্রভাব পড়বে জ্বালানি তেলের বাজারে। লিখেছেন **ফ্লাভিও ম্যাকাও**।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই ইরানের সঙ্গে নতুন করে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ইসরাইল। চলতি মাসের একেবারে প্রথম দিন সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলা চালায় ইসরাইল। এর জবাবে ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাতে ইসরাইলকে লক্ষ্য করে তিন শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)। তেহরানের হামলায় তেল আবিবের তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বটে, তবে বিভিন্ন সূত্রের বরাতে জানা যাচ্ছে, ইরানে শিগিগরই পালটা হামলা চালানোর বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে ইসরাইলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা। বলা বাহুল্য, ইসরাইল যদি ইরানে সত্যি সত্যিই আক্রমণ করে বসে, তাহলে গাজা যুদ্ধের কারণে আগে থেকেই অস্থিতিশীল হয়ে ওঠা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। বিশেষ করে, ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হলে তার প্রভাব পড়বে জ্বালানি তেলের বাজারে।

কোনো সন্দেহ নেই, ইসরাইলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরো বেড়েছে। একই সঙ্গে বিরাজ করছে বৃহত্তর সংঘাত সৃষ্টির উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। ঠিক এমন একটি অবস্থায় জ্বালানি তেলের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। মনে রাখা দরকার, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পায় বেশ খানিকটা। এক ধরনের সংকট শুরু হয় জ্বালানির বাজারে। দুঃখজনকভাবে ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই শুরু হয় গাজা যুদ্ধ। ফলে নতুন করে ইরান-ইসরাইল সংঘাত শুরু হলে জ্বালানি তেলের দাম অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে নিশ্চিতভাবে, যা ইতিমধ্যে দৃশ্যমান। আমরা দেখেছি, ইসরাইলে ইরানের হামলার ঠিক পরের দিনই বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়ে যায় ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। আরো উদ্বেগজনক কথা, মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের সংকট সৃষ্টির ফলে এনার্জি সাপ্লাই চেইন ব্যাহত হবে মারাত্মকভাবে। অতীত অভিজ্ঞতা বলে, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায় হুহু করে। প্রথমেই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়ে জ্বালানি তেল বিক্রির স্টেশনগুলোতে। এতে করে শাকসবজি ও নিত্য পণ্যসামগ্রী পরিবহনের খরচ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। ফলে মূল্যস্ফীতির পাগলা ঘোড়া ক্রমশ টালমাটাল করে তোলে দেশের অর্থনীতিকে। উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয় বটে!

ইউনাইটেড স্টেটস এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বক্তব্য, বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইরানের ভূমিকা মাত্র ২ শতাংশ। এর অর্থ এই নয় যে, ইরান সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে জ্বালানির বাজারে তার প্রভাব পড়বে না। বরং জ্বালানি যেখান থেকেই আসুক (উত্পাদন-রপ্তানি) না কেন, কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রতিটি অঞ্চল।

আমরা লক্ষ করে আসছি, বিশ্বব্যাপী তেলের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, বেঁধে দেওয়া হয়। জ্বালানি তেল উত্পাদনকারী দেশগুলোর সংগঠন ‘ওপেক’ এই মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কলকাঠি নাড়ে। বিশ্বের বেশির ভাগ তেল রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত হয় ওপেকের মাধ্যমে। ১৯৬০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থায় ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলার বড় ধরনের কর্তৃত্ব আছে। ফিরে দেখার বিষয়, ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে বৈশ্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় ওপেক সদস্যদের হস্তক্ষেপে জ্বালানির বাজার নিয়ন্ত্রিত হতো। সে সময় দফায় দফায় ব্যাপক হারে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। আসলে, ওপেকভুক্ত দেশগুলো একসঙ্গে বসে ঠিক করত, জ্বালানির বাজার কী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

অবশ্য সেই দিন এখন আর নেই! ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, ওপেকের ১৩টি সদস্য দেশ বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ তেল উত্পাদন করে থাকে, যা বিশ্বব্যাপী পেট্রোলিয়াম বাণিজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ। তবে ওপেকভুক্ত দেশের বাইরেও বর্তমানে কিছু দেশ তেল উত্পাদন করছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। নন-ওপেক তেল উত্পাদক দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে–মেক্সিকো, কাজাখস্তান, আজারবাইজান ও মালয়েশিয়া। এসব দেশ জ্বালানির বাজারে চোখে পড়ার মতো অবদান রাখতে শুরু করেছে। নিচের উদাহরণে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

২০২২ সালে ওপেকভুক্ত দেশগুলোর দৈনিক তেল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৮.৭ মিলিয়ন ব্যারেল। এর বিপরীতে নন-ওপেক উত্পাদনকারী দেশগুলোর দৈনিক রপ্তানি ছিল ১৬.৫ মিলিয়ন ব্যারেল। অর্থাত্, বর্তমানে জ্বালানির বাজার নিয়ন্ত্রণ করার তেমন সুযোগ নেই ওপেকভুক্ত দেশগুলোর হাতে। বিশেষ করে, জ্বালানি তেলের প্রশ্নে পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য ইরান এখন আর আগেকার সেই নিয়ন্ত্রকের আসনে নেই।

২০২২ সালে ওপেকভুক্ত দেশগুলোর দৈনিক তেল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৮.৭ মিলিয়ন ব্যারেল। এর বিপরীতে নন-ওপেক উত্পাদনকারী দেশগুলোর দৈনিক রপ্তানি ছিল ১৬.৫ মিলিয়ন ব্যারেল। অর্থাত্, বর্তমানে জ্বালানির বাজার নিয়ন্ত্রণ করার তেমন সুযোগ নেই ওপেকভুক্ত দেশগুলোর হাতে। বিশেষ করে, জ্বালানি তেলের প্রশ্নে পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য ইরান এখন আর আগেকার সেই নিয়ন্ত্রকের আসনে নেই।

২০১৯ সালে পরমাণু কর্মসূচি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ। এরপর থেকে তেলের পুনঃ ব্র্যান্ডিং শুরু করার পথ ধরে তেহরান। তেল পরিশোধন ও বিক্রির ক্ষেত্রে নানান কৌশলের আশ্রয় নিতে থাকে। এসবের পরও বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খলে ইরানের গুরুত্ব কমে এসেছে ক্রমাগতভাবে। বর্তমানে ইরানি তেলের প্রধান ক্রেতা হচ্ছে চীন। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর থেকে তেল কেনার ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ছাড় পাচ্ছে বেইজিং।

মনে থাকার কথা, গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গত বছরের শেষের দিক থেকে ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা সুয়েজ খালে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করে। এর ফলে সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল কমে যায় ব্যাপক মাত্রায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) এক হিসাব অনুসারে, হুতিদের আক্রমণের মুখে সুয়েজে জাহাজ চলাচল হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। সমস্যা মূলত এখানেই। ইরানের হামলার জবাবে ইসরাইল যদি পালটা হামলা করে বসে (যেমনটা আশঙ্কা করা হচ্ছে), তাহলে প্রতিশোধ নিতে হরমুজ প্রণালিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা চালাবে তেহরান। এই জলপথ দিয়ে বৈশ্বিক সামুদ্রিক তেল বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, হরমুজ প্রণালি আক্রান্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী তেলের বাজার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়া! অন্যান্য রুট ব্যবহার করে তেলের সরবরাহ সচল রাখার সুযোগ আছে বটে, কিন্তু তা বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাছাড়া পশ্চিমা দেশগুলোর হাতে হরমুজ প্রণালির বিকল্প রুট খুব কমই আছে।

মার্কিন বুশ প্রশাসনের জ্বালানিবিষয়ক সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও বর্তমানে র‍্যাপিডান এনার্জির প্রেসিডেন্ট বব ম্যাকন্যালি মনে করেন, ইরান-ইসরাইল সংঘাতের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল ব্রেন্ট ক্রুড অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ১০০ মার্কিন ডলারে উঠে যেতে পারে। আর উত্তেজনা ব্যাপক আকার ধারণ করার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক তেল-বাণিজ্যের অন্যতম রুট হরমুজ প্রণালিতে যদি সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম বেড়ে ১২০ থেকে ১৩০ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে।

বাস্তবতা হলো, মধ্যপ্রাচ্যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা সংকট দেখা দিলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে জ্বালানি তেলের ওপর। অবস্থা কতটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়, ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে তা বেশ ভালোমতোই টের পেয়েছিল পশ্চিমা বিশ্ব। ’৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইলকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিবাদে তত্কালীন সৌদি বাদশাহ ফয়সাল বিন আব্দুল আজিজ এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আনোয়ার আল-সাদাত পশ্চিমা বিশ্বে তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেন। এর ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম এতটাই বেড়ে যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ভিত নড়বড়ে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

যতক্ষণ না ইরানে পালটা হামলা করছে ইসরাইল, খুব বেশি চিন্তার কারণ নেই। তবে প্রস্তুত থাকতে হবে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে। সরকারগুলোর উচিত হবে নির্ভরযোগ্য ও নিকটবর্তী অংশীদারদের কাছ থেকে তেল সরবরাহ সুরক্ষিত করার বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা। দেশীয় উত্পাদন বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়াও আজকের দিনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এসব উদ্যোগ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলা সহজতর হবে অনেকাংশে।

আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, ইরান-ইসরাইল সংঘাতের হাত ধরে যদি কোনোভাবে হরমুজ প্রণালি আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের বাজার অস্থির হয়ে উঠবে। আর এর জের ধরে দেশে দেশে টালমাটাল হয়ে পড়বে অর্থনৈতিক অঙ্গন।

লেখক: এডিথ কোওয়ান ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ল-এর অ্যাসোসিয়েট ডিন দ্য কনভারসেশন থেকে অনুবাদ

রাম নবমীকে ঘিরে রাজ্যের সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টার প্রভাব পড়বে সুদূরপ্রসারী

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রামনবমী ঘিরে বিভিন্ন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান গির্জা মসজিদ এবং মানুষের ওপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে রামভক্তগণ। পৃথিবীর অন্যতম দুটি বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠী তারা যখন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে তখন অন্য ধর্মের মানুষদেরকে তারা কাছে ডেকে তাদের উত্তম খাবার পরিবেশন করে তাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। কয়েকদিন আগে মুসলিমদের বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঈদ পালিত হয়েছে সারা বিশ্বজুড়ে । বর্তমান পৃথিবীতে ২০০ কোটির বেশি মুসলমান বসবাস করে সেই দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের সহমর্মিতা ভালোবাসা পৃথিবীর মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত। মধ্যপ্রাচ্য সহ আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় ৫৬ টি মুসলিম দেশে কোন জায়গায় সংখ্যালঘু লোকেদের ওপর এতটুকু পরিমাণে নির্যাতন করা হয় না । পৃথিবীর কোন জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে এরকম ঘটনার খবর কেউ দেখাতে পারেনি কেউ বলতেও পারেনি। ভারতবর্ষে ৩০ কোটির বেশি মুসলিম সম্প্রদায় মানুষ বসবাস করেন । অনেক জায়গায় তারা সংখ্যাগুরু । সংখ্যাগুরু মুসলিম এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় মানুষ যথেষ্ট নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে পারেন। কিন্তু রাম ভক্ত হনুমানের দল এই রামনবমিকে ঘিরে বহু প্রাণ নিয়ে নিয়েছে ।পশ্চিম বর্ধমানের আসানসলের ইমামের পুত্র সিবগাতুল্লার মৃত্যু এই রামনবমীতে ঘটেছিল রামভক্ত হনুমানের দল দাঙ্গাকারীরা । এই রামনবমীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের মসজিদ এবং খ্রিস্টানদের চার্চ সহ সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক হারে আক্রমণ করে থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার ধারে মসজিদে সরকারের পক্ষ থেকে ঢেকে রাখা হয় যেটা সারা পৃথিবীতে মুসলিম সম্প্রদায় বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় তারা যখন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে তখন অন্য কোন ধর্মের মানুষের উপর কোনরূপ অত্যাচার তারা করে না বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত করে না। আজ পর্যন্ত এরকম ঘটনা কখনো ঘটতে দেখা যায়নি। কিন্তু এই রামনবমী ঘিরে প্রতিনিয়ত দাঙ্গা এবং অশান্তির খবর থাকা সত্ত্বেও কোন অদৃশ্য কারণে কোর্ট রামনবমীর মিছিল করার নির্দেশ দেয়। কোর্টের নির্দেশ থাকে ডিজে অস্ত্র সহ কোন নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু কোর্টকে থোড়াই কেয়ার করে নিষিদ্ধ অস্ত্র এবং অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি কটুক্তি এবং বিদ্বেষ যেভাবে প্রচার এবং প্রসার করা হয় কোর্টের বিচারপতিদের কানে সে খবর পৌঁছায় না। যেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষ নিরাপত্তা আশা করে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে বিফল হতে হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রামনবমীতে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটে যে কখন তারা আক্রান্ত হয় কখন তাদের প্রিয়জনের জীবন হানি ঘটে । আসামের এক উজবুক মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ভোটে জিতলে মুসলিমদের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার হুমকি দিয়েছেন। অথচ এই ভারত বর্ষ গড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান এই সংখ্যালঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের ।তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি শহীদ হয়েছে যেটা আজও ইন্ডিয়া গেটে লেখা আছে । বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সবচেয়ে বেশি অর্থ দান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের পালে আরো বেশি হাওয়া লাগিয়ে ছিল কিন্তু বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে ।বিভিন্ন বিচারপতিরা গেরুয়া বাহিনীতে যোগদান করছেন যাদের নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে তারা যখন কোর্টের রায় দিচ্ছেন সবসময় গেরুয়া বাহিনীর দিকে লক্ষ্য নজর করে রায় দিচ্ছেন। বিশ্বাসের উপর রায় দিচ্ছেন আইন মেনে রায় দিচ্ছেন না। ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের নাম কাটা পড়ছে । বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের ইডি সিবিআই লাগিয়ে এমনকি বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে । এই নিয়ে আমেরিকা জার্মান সহ বিভিন্ন উন্নত দেশ এ বিষয়ে খুব প্রকাশ করেছে । জার্মান ক্ষোভ প্রকাশ করায় ভারত সরকার জার্মান রাষ্ট্রদূতকে কৈফিয়ৎ তলব করেছিল । পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতের টাকার মান ক্রমশ্র নিম্নমুখী। এমনকি এশিয়া মহাদেশের দশটি উন্নত কারেন্সির জায়গা থেকে ভারতের নাম কাটা পড়েছে। পৃথিবীর সুখী দেশের মধ্যে ভারত একেবারে পিছনে সারিতে আছে। ভারতের সত্য শতাংশ মানুষ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারে না। ক্ষুধা সূচকে পৃথিবীর একেবারে পিছিয়ে পড়ার দেশের মধ্যে সামিল হয়েছে এমনকি শ্রীলংকা বাংলাদেশ নেপাল পাকিস্তান থেকেও খাদ্য সূচকে ভারতবর্ষ পিছিয়ে আছে। পৃথিবীর ১৬৮ টা দেশের মধ্যে ভারত মিডিয়াতে স্থান করে নিয়েছে ১৩৮ তম স্থানে আছে । ন্যায় নিরপেক্ষ সাংবাদিকরা ক্রমশঃ কোণঠাসা পড়ছে । নিরপেক্ষ সাংবাদিক অভিসার শর্মা থেকে শুরু করে রাবিশ কুমার কে তাদের মিডিয়া হাউজ ছাড়তে হয়েছে । বর্তমানে নিরপেক্ষভাবে কথা বলার কোন লোক কোন জাতীয় সংবাদমাধ্যমে নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ধ্রুব রাঠি নামে এক যুবক গদি মিডিয়ার পোল খুলে দিয়েছে । এই গদি মিডিয়া সম্পূর্ণভাবে শাসক শ্রেণীর লেজুর বাহিনী হিসাবে কাজ করছে। একশ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ মানুষ যখন এই সবকিছু দেখে প্রতিবাদ করছে তখন তাদেরকে দেশদ্রোহী তকমা লাগিয়ে তাদেরকে জেলখানায় আটক করা হচ্ছে। ভারতবর্ষ ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে । পিছিয়ে পড়া দেশ হিসাবে ভারত প্রথম দিকে স্থান করে নেবে। রামের নামে এবং ধর্মীয় জিগির সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের মানুষকে শিক্ষা স্বাস্থ্য আবাসন চাকরি-বাকরি উন্নত জীবন ব্যবস্থা থেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

প্রথম নজর

মেমারি হাসপাতালে ডাক্তারের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: ডাক্তারের বিরুদ্ধে অমানবিকতার অভিযোগ তুললেন সেখ সৈকত নামে এক ব্যক্তি। তিনি জানান আনুমানিক গত ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা ১০ টা নাগাদ তিনি ও তার স্ত্রী তাদের ছোট্ট ১বছরের সন্তান কে কোলে নিয়ে মেমারি গ্রামীন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন, সমস্যা কি? না ছোট্ট শিশুটি মুখে কিছু ঘা টাইপের কিছু হয়েছে, এবং শিশুটি কিছু খেতে পারছেনা,কান্নাকাটি করছে,শিশুটি কষ্ট পাচ্ছে। সেই সময় মেমারি গ্রামীন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে না দেখেই বলেন যে এটা এমাজেন্সী নয়, সকালে আউটডোরে নিয়ে আসতে।
কিন্তু শিশুটি কষ্ট পাচ্ছে,কান্নাকাটিও করছে। সেখ সৈকত শিশুটিকে একবার দেখে কিছু ঔষধ দেওয়ার কথা বলতেই সৈকত বাবুর সাথে রীতিমতো তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পরেন ঐ কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার সেখ অমর হোসেন। এরপর অগত্যা শিশুটিকে নিয়ে ঐ অবস্থায় বাড়ি ফিরতে হয় সৈতক বাবুকে। বাড়ি ফিরেও যখন শিশুটি কষ্ট পেতে থাকে তখন পুনরায় আবারো নিয়ে আসা হয় মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে। তখনও সেই চিকিৎসককে একপ্রকার জোড় করেই শিশু টিকে দেখে ঔষধ দেওয়ার কথা বললে তখন ডাক্তার বাবু একটি ঔষধ লিখে দেন। এদিকে এই বিষয়ে আমরা মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের BMOH ডঃ দেবাশীষ বালার সাথে কথা বললে তিনি কি একপ্রকার বলেন যে ডাক্তার বাবু যে ব্যাবহার করেছে তা মোটেই উচিৎ হয়নি। বিষয় টি তিনি খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন।

নানা দলের ৫০০ পরিবার এল তৃণমূলে!

জাহেদ মিস্ত্রী ও নুরউদ্দিন ● মথুরাপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের আবাদ ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ষাঁড়খাকি সংলগ্ন মাঠে ঘোড়াছুট উপলক্ষে আবাদ ভগবানপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবাদ ভগবানপুরের সিপিএম প্রার্থী আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা তার ৫০০র বেশি অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। এছাড়া কুটাবেড়িয়া থেকে বিজেপি কর্মী গোবিন্দ শিকারী তার ১৫০র বেশি অনুগামী , রঘুদেবপুর থেকে তাহের মোল্লা তার ৪০০ র বেশি অনুগামী ও নতুনচক থেকে আহমেদ পিয়াদা তার ৩০০র বেশি অনুগামী এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে তারা জানিয়েছেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপি হালদার। উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘীর বিধায়ক ডা: অলক জলদাতা, মথুরাপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা মথুরাপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার, আবাদ ভগবানপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নাঈম শাহ, আবাদ ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিহাদ পুরকাইত সহ অন্যান্যরা।

বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: গত ১৭ ই এপ্রিল ছিল রামনবমী।রাজ্যের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন স্থানে বের হয় শোভাযাত্রা।এছাড়াও পালিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান।এনিয়ে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে থানায় থানায় রামনবমী উদযাপন কমিটির সদস্য সহ বিভিন্ন স্তরের ব্যাক্তিদের নিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শান্তি কমিটির মিটিং এ সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠান পালন করার কথা বলা হয়। সেক্ষেত্রে ডিজে বক্স বাজানো বন্ধ, অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা বন্ধ, উস্কানি মূলক শ্লোগান দেওয়া নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করা হয়। এরপরেও রামপুরহাটে রামনবমীর শোভাযাত্রায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধর, বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ অনেকেই তরোয়াল হাতে অংশ গ্রহণ করেন। যার প্রেক্ষিতে রামপুরহাট থানার পুলিশ বিজেপির লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সহ মোট তেরো জনের নামে অস্ত্র হাতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হাটার অভিযোগে অস্ত্র আইনে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে খবর। এদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন আমরা কোনো অস্ত্র নিয়ে মিছিল বা শোভাযাত্রায় হাঁটিনি। তবে শস্ত্র বলতে প্লাস্টিকের ছিল। যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমস্ত দেবদেবীর হাতে আছে। সেই ৎৎ শস্ত্র হাতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হেঁটেছি, এতে অন্যায় কিছু নেই।

রামনবমী নিয়ে হিংসায় বিজেপিকে দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী

সারিউল ইসলাম, ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলায় জোড়া নির্বাচনী জনসভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খান ও ইউসুফ পাঠান এবং ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী রিয়াত হোসেন সরকারের সমর্থনে হরিহরপাড়া কৃষক বাজার ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পাশাপাশি জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানের সমর্থনে সুতির ছাবঘাটি ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। লোকসভা এবং বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানান তৃণমূল সুপ্রিমো। দুই জনসভা থেকেই একাধিক বিষয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবারের দুই নির্বাচনী জনসভাতে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য উঠে আসে তার গলায়। কাশ্মীরে আপেল বাগানে সাগরদিঘির পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা থেকে মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ দাঙ্গা প্রসঙ্গ, দৌলতাবাদ বাস দুর্ঘটনা সহ মুর্শিদাবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিচারণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদে বরাবরের মতো এবারেও এনআরসি প্রসঙ্গে বলতে বাদ দেননি তিনি। পাশাপাশি ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি-র কথাও উঠে আসে তার বক্তব্যে। নাম না করে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে নিশানা করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘কেউ কেউ বলছেন আমরা ইন্ডিয়া জোট, কিন্তু ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছি। এখানে যারা নিজেদের ইন্ডিয়া জোট বলছেন তারা আসলে বিজেপির দালাল। কংগ্রেস আর সিপিএম এখানে জোট করেছে অথচ কেরলে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের ভোট দিয়ে নিজেদের ভোট নষ্ট করবেন না। ইন্ডিয়া জোটে দেশে সমর্থনে আছি, কিন্তু বাংলা থেকে আমরা একাই লড়াই করবো ইন্ডিয়া জোটের হয়ে।’ মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরের ঘটনায় রামনবমীর দিন অস্ত্র মিছিলের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘অস্ত্র মিছিলের অধিকার কে দিয়েছিল তাদের? এখানে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে, আপনারা সেই ফাঁদে পা দেবেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখবেন।’ তিনি জনসভা থেকে মুর্শিদাবাদের গঙ্গা ভাঙনের টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এছাড়াও ১০০ দিনের টাকা, আবাসের টাকা নিয়েও সরব হন তৃণমূল নেত্রী। ওষুধের হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও সরব হন তিন। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ভোটের মুখে গ্যাসের দাম কমিয়েছে, আবার ক্ষমতা এলে গ্যাসের দাম দেড় হাজার টাকা করবে বিজেপির সরকার।’ মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক, তাই পরিযায়ী শ্রমিক সম্পর্কিত বক্তব্য বাদ রাখেননি মমতা। তিনি বলেন, ‘পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে, যেখানে কোনো পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যায় পড়লে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ি ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে সরকার।’ জঙ্গিপুরে বিড়ি শ্রমিক বেশি হওয়ায় সেখানে বিড়ি শ্রমিক প্রসঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানো নিয়ে তৃণমূল নেত্রী আপত্তি তুলে বলেন, ‘যার বিয়ে সেই পুরোহিত। কেন্দ্রের ভোট কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই করা হচ্ছে, রাজ্য পুলিশকে কোনো ভূমিকায় রাখছে না। ভোটের দিন বিএসএফ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোট আটকাতে আসলে লক্ষীর ভান্ডারের মা-বোনেরা, ঝাঁটা খুন্তি নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করবেন।’ বিজেপির ৪০০ পার স্লোগান প্রসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘আগে ২০০ পাও, তারপর সাঁতার কাটবে!’ বিজেপিকে ওয়াশিং মেশিন বলে এদিন খোঁচা দিতে বাদ রাখেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুক্রবার তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে কড়া নির্বাচনী জনসভায় দুই সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।
জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে আগামী ৭ই মে নির্বাচন। নির্বাচনের দিন সকাল সকাল ভোট দেওয়ার জন্য সবাইকে আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাতের টানে উঠে আসছে পথশ্রী প্রকল্পে নির্মীয়মান রাস্তার পিচ!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাতের টানে মাদুরের মত উঠে আসছে পথশ্রী প্রকল্পে নির্মীয়মান রাস্তার পিচ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরীর অভিযোগ স্থানীয়দের, দুর্নীতি ও তৃণমূল সমার্থক বলে কটাক্ষ বিজেপি। তদন্তের আশ্বাস তৃণমূল বিধায়কের। হাতের টানে মাদুরের মতো উঠে আসছে পথশ্রী প্রকল্পে নির্মিত রাস্তার পিচ। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা,এই অভিযোগ অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়ে নির্মীয়মান রাস্তার কাজ বন্ধ করলো স্থানীয় বাসিন্দারা। এই জেলার রায়পুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর অঞ্চলের লেদরা মোড় থেকে রাইপুর ব্লক মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার প্রথশ্রী প্রকল্পে নির্মীয়মান রাস্তার।
উল্লেখ্য বিগত কয়েক মাস ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করার অভিযোগ উঠে এসেছে।
ফের জেলায় রাইপুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর অঞ্চলের লেদরা মোড় থেকে রাইপুর ব্লক মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মীয়মান প্রথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরি করার অভিযোগ তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগের পাশাপাশি রাস্তার উপর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। তাদের এই পীচ রাস্তার চেয়ে অতীতের মাটির রাস্তা অনেক ভালো ছিল। এই রাস্তার উপর গাড়ি গেলেই উঠে যাচ্ছে পীচ। রাস্তার অবস্থা এখনই এমন হাল হলে ভবিষ্যতে রাস্তার কি হাল হবে এই ভেবেই চিন্তিত এলাকাবাসীরা। যার জেরে বিক্ষোভ দেখিয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করল স্থানীয় বাসিন্দারা।
তবে এই বিষয়কে হাতিয়ার করে বিজেপির দাবী দুর্নীতি আর তৃণমূল এখন সমার্থক। সামনে ভোট তৃণমূল নেতাদের পকেটে টাকা ভরাতেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে আগামী দিনে। অন্যদিকে এই রাস্তা তৈরী নিয়ে যে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার তা কার্যত মেনে নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক জানান এলাকার মানুষের এই রাস্তাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই প্রথশ্রী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছিল। ঠিকাদার সংস্থা ঠিক মত কাজ না করায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে স্থানীয় প্রশাসন এবং জেলাশাসককে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে। তবে বিজেপির আনা অভিযোগ একেবারেই অস্বীকার করে তৃণমূল বিধায়কের দাবী যে এই কাজের সাথে তৃণমূলের কোনো কর্মী টাকা পয়সার সাথে জড়িত নয় বলে সরাসরি জানান।

তপ্ত দিনেও বিরাম নেই প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: তপ্ত দিনেও এখন বিরাম নেই প্রার্থীদের। তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে প্রচারে ঝড় আনতে মরিয়া সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। চড়া রোদ উপেক্ষা করে কেউ হুডখোলা গাড়ি প্রচার চালালেন, তো কেউ পায়ে হেঁটে প্রচারে অংশ নিলেন। শুক্রবার দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বৈষ্ণবনগর বিধানসভার লক্ষীপুর অঞ্চল, বীরনগর-১, বীরনগর-২ অঞ্চলে নির্বাচনী রোড শোয়ে প্রত্যন্ত এলাকা চষে বেড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হান। এদিন প্রখর তাপ উপেক্ষা করে হুডখোলা গাড়িতে বাইক র‍্যালি নিয়ে বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করেন। গাড়িতে ছিলেন বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের বিধায়িকা চন্দনা সরকার সহ অন্যান্যরা। প্রচার চলাকালীন বিভিন্ন জায়গায় কথাবার্তা বলেন এবং মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা যেমন গ্রহণ করেন তেমনই তিনি মানুষকে হাত নেড়ে হাসিমুখে অভিনন্দন জানান। গ্রামগুলিতে তৃণমূল প্রার্থীকে দেখার উৎসাহও ছিল চোখে পড়ার মতো। মাইকের আওয়াজ শোনামাত্রই পরিবারের গৃহবধূরা বেরিয়ে ভিড় জমান রাস্তার দু'ধারে। কালিয়াচক-৩ ব্লকের বীরনগর লক্ষীপুর এলাকাগুলি গঙ্গার তীরবর্তী হওয়ায় ফি-বছর এখানকার মানুষজন ভাঙন ও বন্যার কবলে পড়ে থাকেন। অসহায় ভাঙন কবলিত মানুষরাও সামিল হন প্রার্থীকে চোখের দেখা দেখতে। তাঁরা গঙ্গার ভাঙন রোধ থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানের দাবি জানান প্রার্থীর কাছে। তিনি নির্বাচিত হলে বিষয়গুলি সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা চালাবেন বলে আশ্বাস দেন ভাঙন পীড়িতদের। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক চন্দনা সরকার জানান, ‘বৈষ্ণবনগরের মানুষ তৃণমূলের পক্ষে। স্বৈরাচারী বিজেপি-র কাজে মানুষ অতিষ্ঠ। আমরা যেখানেই যাচ্ছি, দু'হাত তুলে মানুষের আশীর্বাদ পাচ্ছি।’ অন্যদিকে একই বিধানসভা কেন্দ্রের ১৬ মাইল, শিমূলতলা এলাকায় পায়ে হেঁটে জনসংযোগে অংশ নেন কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট প্রার্থী কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী। তিনি জানান, কেন্দ্রে রাহুল গান্ধী নেতৃত্বে যেভাবে দেশজুড়ে আমরা সাড়া পাচ্ছি তাতে এই আসনে জয়লাভ করলে গঙ্গার ভাঙ্গন ও মানুষের মূল সমস্যা যেগুলি রয়েছে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা চালাবো। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রী রূপা মিত্র চৌধুরী প্রচার নজর কাটছে তিনিও গঙ্গার ভাঙ্গন এবং দুর্গত মানুষের যতটা সম্ভব পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি প্রচার সরগরম দক্ষিণ মালদা কেন্দ্র।

ঘরের মধ্যে আগুনে পুড়ে মৃত্যু যুবকের, চাঞ্চল্য

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিজের বাড়িতে পুড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার খয়রামারী অঞ্চলের টিকটিকি পাড়া এলাকায়। খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই এখন পাঁচটি পরিবারের ।
জানা যায় শুক্রবার বিকেলে টিকটিকি পাড়া এলাকায় হঠাৎ একটি বাড়িতে আগুন লাগে। তারপর সেই আগুন আশেপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। পরপর পাঁচটি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে সেই আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগর পাড়া থানার পুলিশ সহ দমকলের একটি ইঞ্জিন।
কিছুক্ষণ পরে নিজের ঘরের মধ্যেই দমকল কর্মীরা রাশেল মোল্লা নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিল রাশেল মোল্লা নামের বছর বাইশের ওই যুবক। আগুন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করায় সে ঘর থেকে বেরোতে পারেনি। ঘরের মধ্যেই আগুনে পুড়ে তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর খয়রামারী টিকটিকি পাড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই আগুনের ঘটনায় মোট পাঁচটি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়ে গেছে। সেইসাথে গরু,ছাগল সহ বাড়িতে মজুত থাকা সমস্ত জিনিসপত্র এর পাশাপাশি নগদ টাকাও পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই এখন পাঁচটি পরিবারের।
অন্যদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে স্থানীয় খয়রামারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিঠুন বিশ্বাস ও বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং সব রকম ভাবে তিনারা পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
সাগরপাড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।এই ঘটনায় সরকারি সাহায্যের আবেদন করেন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার থেকে এলাকার মানুষ।এদিনই এই অঞ্চলের তিনটে স্থানে আগুন লাগার ঘটনা সামনে আসে।প্রথমে পঞ্চায়েত অফিসের পাশে একটি পাটকাঠির পালায় আগুন লাগে তার কয়েক ঘণ্টা পরে আবার দোমাদী পাড়ায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় দুটো গবাদিপশুর ঘটনায় নিঃসহয়ে যায় ওই পরিবারের বিধবা মহিলা।

হাওড়ার বামফ্রন্ট প্রার্থী সব্যসাচীর প্রচার ডোমজুড়ে

আপনজন:শুক্রবার সকালে ফোর্ট উইলিয়ম জুট মিলের সামনে থেকে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের প্রচার শুরু হয়। এরপর ৩৫ নং ওয়ার্ড ঘুরে ওই জনসংযোগ শেষ হয় কোল ডিপো কাজীপাড়ায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রথম দফার নির্বাচনে ৩টি জেলায় তৃণমূল জিতবে: চন্দ্রিমা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচনে যে তিনটি জেলায় নির্বাচন হলো তিনটি জায়গাতেই তৃণমূল জয় লাভ করবে। শুক্রবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই দাবি করেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন,বাস্তবে শান্তিপূর্ন ভোট রাজ্যে হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে এই রাজ্যের প্রশাসন সাহায্য করেছে সেটা প্রমাণিত। কোথাও গন্ডগোল করতে ইচ্ছে হলেও সেটা হয়নি, দাবি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর। তিনি বলেন সময় যত এগোচ্ছে মানুষ বুঝতে পারছে প্রতিশ্রুতি স্রেফ ভাওতা। মোদির গ্যারান্টি আসলে বাস্তবে রূপ নেবে না। তাই মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে তার থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস তিনটি আসনে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ইলামবাজারে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় ইলামবাজার থানার অন্তর্গত ধল্লা গ্রামে একটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে আয়োজন করা হয়েছিল। এই স্বাস্থ্য শিবিরে অসহায় গরীব মানুষের যাহাতে সম্পূর্ণ ফ্রি চিকিৎসা করাতে পারেন তার জন্য এই শিবের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধল্লা গ্রামে ও তার আশেপাশে অসহায় দরিদ্র পরিবারের লোকজনরা শিবিরে এসে অনেকেই চিকিৎসা করিয়েছেন ও অনেকে ডাক্তারবাবুর সু পরামর্শ নিয়েছেন। ইলামবাজার রিজোনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্স সেন্টার ইউনিক অফ ডাক্তার সিদ্দিকি ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে এই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্রায় দেড়শ জন মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয় এবং তাদেরকে বিনামূল্যে কিছু ঔষধ দেওয়া হয় ফাউন্ডেশন এর পক্ষ হইতে।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা স্ত্রীঘাট এলাকায় গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। শুক্রবার সকাল সকাল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ওই এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সত্তম সরকার। তার বাড়ি সাগরদিঘী থানা এলাকায়। যদিও কিভাবে সাগরদিঘি থেকে ফরাক্কায় এসে গান্ধীঘাট এলাকায় গাছে ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গেলো যুবকের তা এখনো স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

পরপর তিনটি বাইক দুর্ঘটনা গুরুতর জখম হলেন ৪ যুবক। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার কচিয়ামারা এলাকায়। ছবি: মাফরুজা খাতুন

চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে ইতালির পাঁচ ক্লাব, সম্ভাবনা ছয়টিরও

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস লিগের আগামী আসরে ইতালির সিরি আ খেলবে পাঁচটি ক্লাব। এমনকি সংখ্যাটা ৬-ও হতে পারে। চলতি মৌসুমে ইতালিয়ান দলগুলোর ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ভালো করার কারণেই এমন বাড়তি সুবিধা পেতে যাচ্ছে সিরি আ। বর্তমানে চ্যাম্পিয়নস লিগের চূড়ান্ত পর্বে সিরি আ থেকে খেলে ৪টি দল। সমানসংখ্যক দল খেলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্প্যানিশ লা লিগা এবং বুন্দেসলিগা থেকেও। ইউরোপীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ উয়েফার কো-এফিশিয়েন্ট স্কোরে এগিয়ে থাকায় লিগগুলো থেকে বেশি দল টিকিট পায়। চ্যাম্পিয়নস লিগে এখন ৩২টি দল খেললেও আগামী বছর থেকে খেলবে ৩৬টি দল। বাড়তি ৪ দলের দুটি টিকিট দেওয়া হবে উয়েফার প্রতিযোগিতায় ভালো করা লিগগুলোকে। বর্তমানে উয়েফা আয়োজিত তিনটি প্রতিযোগিতা চলছে—চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ এবং কনফারেন্স লিগ। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে সিরি আর কোনো দলই উঠতে পারেনি, তবে ইউরোপার সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে এএস রোমা ও আতালান্তা। এ ছাড়া কনফারেন্স লিগের শেষ চারে উঠেছে ফিওরেন্তিনা। সব মিলিয়ে সিরি আর তিনটি দল উয়েফার প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ওঠায় লিগটির কো-এফিশিয়েন্ট স্কোর বাকিদের চেয়ে বেশি। দলগুলো ফাইনালে যাক বা না যাক, চ্যাম্পিয়নস লিগের বাড়তি দুটি টিকিটের একটি নিশ্চিত হয়ে গেছে সিরি আর। চ্যাম্পিয়নস লিগের বাড়তি টিকিট নিশ্চিতে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত এগিয়ে ছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ছিল ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল, ইউরোপা লিগে লিভারপুল ও ওয়েস্ট হাম আর কনফারেন্স লিগে অ্যাস্টন ভিলা। এর মধ্যে ভিলা ছাড়া বাকি সব দলই নিজ প্রতিযোগিতার শেষ আট থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রিমিয়ার লিগের কো-ইফিশিয়েন্ট স্কোর না বাড়লেও লাভ হয়েছে বুন্দেসলিগার। এখন ইতালির পর দ্বিতীয় টিকিট অর্জনের পথে এগিয়ে জার্মান দলটি। বুন্দেসলিগার বায়ার্ন মিউনিখ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে। আজ বায়ার লেভারকুসেন উঠেছে ইউরোপা লিগের শেষ চারে। বুন্দেসলিগাকে বাড়তি টিকিট কাটতে হলে দলগুলোর কো-এফিশিয়েন্ট পয়েন্ট ০.৪৮৮৮ (২ জয় অথবা ১ জয় ২ ড্র) তুলতে হবে। ইতালির সিরি আ থেকে পাঁচটি টিকিট নিশ্চিত হওয়ার অর্থ, লিগের এক থেকে পাঁচের মধ্যে থাকা দলগুলো চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে। বর্তমানে পাঁচে আছে রোমা, ছয়ে আতালান্তা। এই দল দুটির কোনো একটি যদি ইউরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং লিগ পয়েন্ট তালিকার প্রথম চারের বাইরে থাকে, তাহলে ষষ্ঠ দলও চ্যাম্পিয়নস লিগের টিকিট পেয়ে যাবে। কারণ, ইউরোপা লিগের চ্যাম্পিয়ন সরাসরিই চ্যাম্পিয়নস লিগের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে পারে। একই সুবিধা পেতে পারে বুন্দেসলিগার বরুসিয়া ডর্টমুন্ডও, যারা এখন লিগের পাঁচ নম্বরে আছে।

লিভারপুলে ক্লপের ইউরোপ-অধ্যায়ের ইতি

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল-রোমান্টিকেরা ভেবে রেখেছিলেন অন্য কিছু। ডাবলিনে ২২ মে ফাইনাল। লিভারপুল সমর্থকেরা নিশ্চয়ই এই ম্যাচ দিয়েই ইয়ুর্গেন ক্লপকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় জানাতে চাইবেন। কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না। বার্গামোয় গতকাল রাতে ইউরোপা লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল ফিরতি লেগে আতালান্তার বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। কিন্তু সেমিফাইনালে ওঠার জন্য এই জয় যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি। অ্যানফিল্ডে গত সপ্তাহে প্রথম লেগ ৩-০ গোলে হেরেছিল লিভারপুল। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানের হারে ইউরোপা লিগ থেকে লিভারপুলের বিদায়ের পাশাপাশি ইংলিশ ক্লাবটির সঙ্গে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় ক্লপের অধ্যায়ও ফুরোল। মৌসুম শেষেই যে লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণাটা গত জানুয়ারিতেই দিয়ে রেখেছেন এই কোচ। ইউরোপিয়ান ট্রফি দিয়ে ক্লপকে বিদায় জানানোর ভাগ্যটা আর হলো না অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির। ক্লপের বিদায়টা রাঙিয়ে দিতে মোট চারটি ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা ছিল লিভারপুলের—লিগ কাপ, এফএ কাপ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও ইউরোপা লিগ। লিগ কাপটা জেতা হয়েছে, কিন্তু এফএ কাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে হেরে। প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে তৃতীয় লিভারপুল। হাতে আছে ৬টি ম্যাচ। আর গতকাল রাতে তো বিদায় ঘটল ইউরোপা লিগ থেকে। লিভারপুলকে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানো ক্লপের এই ক্লাবে ৯ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে এটা ছিল ৯১তম ইউরোপিয়ান ম্যাচ। ম্যাচের ৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মোহাম্মদ সালাহর গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ট্রেন্ট-আলেক্সান্দার আর্নল্ডের ক্রস থেকে বক্সে হ্যান্ডবল করেন আতালান্তার ডিফেন্ডার। স্পটকিক থেকে সহজেই গোল করেন সালাহ। কিন্তু এরপর আর গোল পায়নি লিভারপুল। প্রথমার্ধে আতালান্তা গোলকিপার হুয়ান মুসোকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি সালাহ। বিরতির পর এই সালাহর পাস থেকেই বল আতালান্তার আইজ্যাক হিয়েনের হাতে লেগেছিল। কিন্তু পেনাল্টির আবেদন করেও সফল হতে পারেনি লিভারপুল। শেষ পর্যন্ত দুই লেগ মিলিয়ে তুলে নেওয়া জয়ে সেমিফাইনালে মার্শেইয়ের মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত করেছে ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তা। ইউরোপা লিগ থেকে বিদায়ের মধ্য দিয়ে লিভারপুলের ১২ দিনের বাজে একটা সময়ের চক্রও শেষ হলো। এ সময়ের মধ্যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্র এবং ঘরের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্নে বড় ধাক্কা খায় ক্লপের দল। ইউরোপে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা থেকেও বিদায়ের পর লিভারপুল কোচ ক্লপ বলেছেন, 'মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। আমরা বাদ পড়েছি। তবে ম্যাচ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আমাদের সামনে লক্ষ্যটা (প্রথম লেগের জন্য) কঠিন ছিল।

এবার বুমরার ৩ উইকেট, নাটকীয় ম্যাচে মুম্বাইও জিতল ৯ রানে

আপনজন ডেস্ক: আশু, আশু, আশু-মুলানপুরে মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচের শেষ দিকে গ্যালারি থেকে ভেসে আসছিল এই স্লোগান। আসারই কথা। মুম্বাইয়ের বোলারদের বিপক্ষে তখন যে এই ম্যাচের মহারাজা বনে গেছেন আশুতোষ শর্মা! নিজের ব্যাটকে ছড়ির মতো ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে তিনি শাসন করছিলেন মুম্বাইয়ের বোলারদের। আশুতোষ অবশ্য শেষ পর্যন্ত পারলেন না। মুম্বাইয়ের বাকি সব বোলারদের ওপর রাজ করলেও যে তিনি পারেননি যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত জিতেছে জিতেছে ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেওয়া বুমরার মুম্বাই-ই। তবে ম্যাচটা যে শেষ ওভারে গড়িয়েছে আর সহজ জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও যে মুম্বাই সেই ম্যাচে মাত্র ৯ রানে জিতেছে, এটা আশুতোষের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের কারণেই। আশুতোষ ৮ নম্বরে যখন ব্যাট করতে নামেন, পাঞ্জাবের রান ৯.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৭। ১৯৩ রান তাড়া করতে নামা পাঞ্জাব জিতবে বলে খুব বেশি লোক অনুমান করতে পারছিলেন বলে মনে হয় না। জয়ের জন্য তখন তাদের ১০.৪ ওভারে প্রয়োজন ছিল ১১৬ রান। হাতে কিছু ওভার থাকলেও উইকেটের সংখ্যা যে ছিল কম। কিন্তু আশুতোষ মুখোমুখি হওয়া দ্বিতীয় বলেই মাধওয়ালকে ৬ মেরে বুঝিয়ে দেন রাজ করতেই এসেছেন তিনি! সপ্তম উইকেটে শশাংক সিংকে নিয়ে ১৭ বলে গড়েন ৩৪ রানের জুটি। এরপর যেন আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন আশুতোষ। অষ্টম উইকেটে হারপ্রীত ব্রারকে নিয়ে তোলেন ৩২ বলে ৫৭ রান। জেরাল্ড কোয়েৎজের বলে ১৮তম ওভারের প্রথম বলে আউট হওয়ার আগে ২৮ বলে ২ চার ও ৭ ছয়ে করেছেন ৬১ রান। আশুতোষ আউট হওয়ার পর পাঞ্জাবকে জেতাতে লড়াই করেছেন ব্রার ও কাগিসো রাবাদা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি তাঁরাও। এবারের আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের লড়াইটা আপাতত চলছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে। সেই লড়াইটাও আবার ৭, ৮ ও ৯ নম্বর জায়গা নিয়ে। সেই লড়াইয়ে গত বৃহস্পতিবার যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে নিজেদের ভালো অবস্থা কিছুটা হলেও ভালোর দিকে নিয়ে গিয়েছিল মুম্বাই। সেই ম্যাচে মুম্বাইকে ৭ উইকেটে জেতাতে ২১ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন বুমরা। নিজেদের পরের ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে কোনো উইকেট পাননি বুমরা, জেতেনি মুম্বাইও। আজ পাঞ্জাবের বিপক্ষে বুমরা নিলেন ৩ উইকেট। জয় পেল মুম্বাইও। এই জয়ে ৭ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে এক লাফে ৯ নম্বর থেকে ৭ নম্বরে উঠে গেছে তারা। বল হাতে বুমরা ও জেরাল্ড কোয়েৎসেরা (৩২ রানে ৩ উইকেট) লড়াই করার আগে মুম্বাইকে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯২ রান এনে দিয়েছে মূলত সূর্যকুমার যাদবের ৭ চার ও ৩ ছয়ে ৫৩ বলে ৭৮ রানের ইনিংস। মুম্বাইয়ের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেছেন রোহিত শর্মা।

ফাস্ট বোলিংয়ের 'ডক্টর' বুমরার জন্যও কঠিন টি-টোয়েন্টি

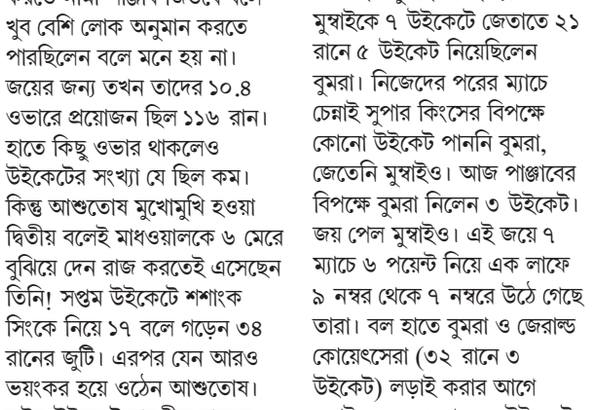

আপনজন ডেস্ক: সামর্থ্য থাকলে যশপ্রীত বুমরাকে ফাস্ট বোলিংয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি দিতেন ইয়ান বিশপ। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ফাস্ট বোলারের যোগাযোগের সামর্থ্য, জানাশোনা, প্রকাশের ধরন—সবই পছন্দ ধারাভাষ্যকার বিশপের। বুমরাকে 'প্রফেসর' ট্যাগ দিয়ে বিশপ বলেছেন, উঠতি পেসারদের জন্য বুমরার লেকচারের ব্যবস্থাও করতেন তিনি এবং সেটি করতেন বুমরা অবসর নেওয়ার আগেই। গতকাল রাতে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে বুমরার ম্যাচজয়ী পারফরম্যান্সের পর এক্সে এমন বলেছেন সাবেক ক্যারিবীয় পেসার বিশপ। মুম্বাইয়ের ১৯২ রানের জবাবে ১৮৩ রান তুলেছে পাঞ্জাব, এমন ম্যাচেও বুমরা মাত্র ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। নিজের চতুর্থ বলে দুর্দান্ত এক ইয়র্কারে রাইলি রুশোকে বোল্ড করেছেন বুমরা, চোখে লেগে থাকার মতোই এক ডেলিভারি ছিল সেটি। রুশোর যেন কিছুই করার ছিল না সে বলের বিপক্ষে। যাঁর সামনে প্রায়ই ব্যাটসম্যানদের এমন অসহায় হয়ে পড়তে হয়, সেই বুমরাই বলছেন, টি-টোয়েন্টির এই যুগে বোলারদের কাজ কতটা কঠিন। আইপিএলের এ মৌসুমেই সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড দুবার গড়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, টি-টোয়েন্টির এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও দেখা গেছে। কিন্তু এমন মৌসুমেও ৭ ম্যাচে মাত্র ৫.৯৬ ইকোনমিতে বোলিং করে বুমরা নিয়েছেন ১৩টি উইকেট।
এ সংস্করণে বলে হয়তো দুই ওভার সুইং থাকে। যখন বেশি বোলিং করতে চাইব, সেটি টেস্টে করব। তবে বুমরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, বোলারদের কাজটা কত কঠিন, 'এ সংস্করণে ব্যাটিংয়ে মাত্রা এমনভাবে বাড়ছে, বোলারদের কাজ একটু কঠিন। সময়ের সীমাবদ্ধতার (ওভাররেটের পেনাল্টি) সঙ্গে ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়ের নিয়মও বোলারদের পক্ষে নেই সেভাবে। কারণ, এতে ব্যাটিং লাইনআপ বেড়েই চলেছে। যখন অতিরিক্ত বিকল্প থাকবে, তখন আপনি অর্ধ-বোলার হয়ে যাবেন।'
এমন পরিস্থিতিতেও টিকে থাকাটাই মূল ব্যাপার, মনে করেন বুমরা, 'কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারগুলো ঠিক আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এখন যা করা যায়, নিজের সামর্থ্যের সেরাটুকু দিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া। যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজের ওপর আস্থা রাখা। কারণ, এই সবকিছু একটা ভালো মানসিক অবস্থানে পৌঁছে দেবে, এরপর মুখে হাসি নিয়ে আপনি নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।'
এমনিতে মুম্বাই ডেথ ওভারেই বুমরার প্রভাবের ওপর বেশি নির্ভর করে। তবে বুমরা চান দ্রুতই ভূমিকা রাখতে, 'অবশ্যই বলে যখন কিছু (সহায়তা) আছে, সে সময় প্রভাব ফেলতে চাইবেন। কারণ, এ সংস্করণে বলে হয়তো দুই ওভার সুইং থাকে। যখন বেশি বোলিং করতে চাইব, সেটি টেস্টে করব। সেখানেই আমার বেশি বোলিংয়ের ইচ্ছা পূরণ হয়। এ সংস্করণে প্রথম দুই ওভারে বল সুইং করার সময়ই আপনি প্রভাব ফেলতে চাইবেন। সুযোগ পেলে অবদান রাখতে পারলে ভালো লাগে।' প্রথম তিন ম্যাচ টানা হেরে মৌসুম শুরু করা মুম্বাই পরের চার ম্যাচে জিতল তিনটি। তাদের পরের ম্যাচ ২২ এপ্রিল, জয়পুরে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে।

'জয় তো জয়ই'—মনে হচ্ছে পান্ডিয়ার

আপনজন ডেস্ক: ১৯২ রানের পুঁজি ছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের। ১৪ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর ১১১ রানে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংসের ৭ উইকেট ফেলেও দিয়েছিল। তবে সে ম্যাচ জিততেই রীতিমতো গলদঘর্ম অবস্থা হয়েছে মুম্বাইয়ের, পাঞ্জাব তো প্রায় হাতের মুঠোয় এনেও ফেলেছিল জয়। কিন্তু মুম্বাই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার কাছে জয়টিই বড় কথা, কীভাবে এল তা নিয়ে ভাবতে চান না। শেষ পর্যন্ত ৯ রানে জেতা ম্যাচটি নিয়ে পান্ডিয়া বলেছেন, 'দারুণ একটি ক্রিকেট ম্যাচ। আমার তো মনে হয় সবার স্নায়ুর পরীক্ষা হয়ে গেছে। ম্যাচের আগেই আমরা কথা বলেছিলাম—আমরা কেমন সেটির পরীক্ষা এ ম্যাচে হবে। সেটি ছাড়া আর কিছু ছিল না আসলে।' ২৮ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলা পাঞ্জাব ব্যাটসম্যান আশুতোষ শর্মার দারুণ প্রশংসাও করেছেন পান্ডিয়া। শুরুতে চাপে পড়লেও পাঞ্জাবের অমন ঘুরে দাঁড়ানোতেও অবাক নন তিনি, 'স্বাভাবিকভাবেই তখন এগিয়ে গিয়েছি বলে মনে হবে। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা এটাও জানি, আইপিএলের এমন ম্যাচ হাজির করার স্বভাব আছে। যেখানে প্রতিপক্ষ ঘুরে দাঁড়াতে পারে। ঠিক সে রকমই ব্যাপার ছিল এটি।' এ মৌসুমে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর থেকে সময়টা ঠিক সুবিধার যায়নি মুম্বাইয়ের। আরও অনেক মৌসুমের মতো এবারও তাদের শুরুটা হয়েছে হোঁচট খেয়ে। টানা তিন ম্যাচ হারের পর অবশ্য ছন্দ ফিরে পাচ্ছে দলটি, সর্বশেষ ৪ ম্যাচের ৩টিই জিতে এখন পয়েন্ট তালিকার সাতে আছে। গতকালের জয়টি দাপুটে না হলেও মুম্বাই অধিনায়কের তাই কিছু যায় আসে না, 'আমরা টাইমআউটে কথা বলেছি। যে তোমরা জানো আমরা কতটা সুন্দর খেললাম, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা শুধু এটা নিশ্চিত করব যে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত জার্মানির কোচ নাগলসমান

আপনজন ডেস্ক: আগামী জুন-জুলাইয়ে ঘরের মাঠে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ খেলবে জার্মানি। গুঞ্জন ছিল ইউরো শেষেই জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন ইউলিয়ান নাগলসমান, ফিরবেন সাবেক ঠিকানা বায়ার্ন মিউনিখে।
তবে গুঞ্জন উড়িয়ে জার্মানি জাতীয় দলেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাগলসমান। জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের (ডিএফবি) সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী এ কোচ।
ডিএফবির সঙ্গে চুক্তি নবায়নের পর নাগলসমান বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা হৃদয় থেকে নিয়েছি। জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ দিতে পারা এবং দেশের সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের। দারুণ পারফর্ম করে সাফল্য পাওয়ার মাধ্যমে পুরো দেশকে অনুপ্রাণিত করার সুযোগ আমাদের আছে।'
গত বছরের সেপ্টেম্বরে হানসি ফ্লিককে বরখাস্ত করে নাগলসমানকে দায়িত্ব দেয় ডিএফবি। প্রাথমিকভাবে ফেডারেশনের সঙ্গে ২০২৪ ইউরো পর্যন্ত চুক্তি ছিল। তাঁর অধীনে এখন পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ খেলেছে জার্মানি। জিতেছে ৩টি, হেরেছে ২টি ও ড্র করেছে ১টি ম্যাচ। ৩ জয়ের মধ্যে সর্বশেষ ২টি আবার দুই পরাশক্তি নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্সের বিপক্ষে।
সেটাই নাগলসমানকে ক্রুস-নয়ার-মুলার-হাভার্টজদের সঙ্গে থেকে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে, 'মার্চে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জয় দুটি সত্যিই আমাকে ছুঁয়ে গেছে। আমরা নিজেদের মাঠে সাফল্যমণ্ডিত ইউরো খেলতে চাই। আমি এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছি এবং (এরপর) আমার কোচিং দলকে নিয়ে বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ নেওয়ার অপেক্ষায় থাকব।'
বারবার চোটে পড়ার কারণে মাত্র ২০ বছর বয়সে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলে দেন নাগলমান। এরপর ঝুঁকে পড়েন কোচিংয়ে। শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ফুটবলে তাঁর কোচিংয়ে হাতেখড়ি হয় টিএসজি হফেনহাইমকে দিয়ে। জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাবটিতে ৪ বছর দায়িত্বে ছিলেন।
২০১৯ সালে হফেনহাইম ছেড়ে লাইপজিগের কোচ হন নাগলসমান। তাঁর অধীনেই লাইপজিগ ২০১৯-২০ চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে ওঠে। পরের মৌসুমে জার্মান কাপে হয় রানারআপ। দুই মৌসুম দায়িত্বে থেকে দুবারই দলকে বুন্দেসলিগা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ তিনে রাখতে সক্ষম হন। কম বাজেটের দল নিয়েও লাইপজিগকে সাফল্য এনে দেওয়ায় বিশ্ব ফুটবলে নাগলসমানের সুনাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
২০২১ সালে জার্মানির সফলতম ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হন নাগলসমান। মাত্র ২ মৌসুমেই বায়ার্নকে জেতান ৩টি শিরোপা। সময়টা ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু জার্মানির শীর্ষ দৈনিক বিল্ডের বায়ার্ন মিউনিখ প্রতিনিধি লিনা ভুরজেনবার্গারের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়াতেই সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। খবর বের হয়, ভুরজেনবার্গার নাকি বায়ার্নের ড্রেসিংরুমের তথ্য বাইরে পাচার করেন। শেষ পর্যন্ত গত বছরের মার্চে নাগলসমানকে ছাঁটাই করে বায়ার্ন। ধারণা করা হয়, সাংবাদিক প্রেমিকা ভুরজেনবার্গারের কারণেই বায়ার্নের চাকরি হারাতে হয় তাঁকে। এরপর চেলসি, পিএসজি, টটেনহামসহ বেশ কয়েকটি ক্লাব নাগলসমানের প্রতি আগ্রহ দেখালেও শেষ পর্যন্ত জার্মানি জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন তিনি। নতুন দায়িত্ব বুঝে পেয়েই বেশ কিছু বদল আনেন নাগলসমান। জাতীয় দলে বায়ার্ন মিউনিখ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড খেলোয়াড়দের প্রাধান্য দেওয়ার প্রথা ভেঙে সত্যিকার অর্থেই ফর্মে থাকাদের সুযোগ দিতে থাকেন। মাত্র ৬ ম্যাচেই ৩১ ফুটবলারকে খেলানো সেটারই প্রমাণ।
এ মৌসুমে বুন্দেসলিগা পয়েন্ট তালিকার তিনে থাকা স্টুটগার্টের ক্রিস ফুহরিখ, মাক্সিমিলিয়ান মিটলস্টাট, ডেনিজ উনডাভ, ভালডেমার আন্তন, জশা ভাগনোমানদের মতো অচেনা জাতীয় দলে খেলার সুযোগ দেন নাগলসমান। এ ছাড়া হফেনহাইমের মাক্স বিয়ার, হাইডেনহাইমের ইয়ান-নিকলাস বেস্তেকেও তিনি স্কোয়াডে রাখেন। বায়ার লেভারকুসেনের হয়ে বুন্দেসলিগা জেতা ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসকেও স্বাধীনভাবে খেলার সুযোগ দিয়েছেন নাগলসমান। তবে তিনি সবচেয়ে বড় চমকটা দিয়েছেন টনি ক্রুসকে অবসর ভেঙে ফেরায় ভূমিকা রেখে। ফ্লিকের অধীনে জার্মানি যে দুঃসময় পার করেছে, সেখান থেকে দলকে এত অল্প সময়েই এক সুতোয় বাঁধতে পারাটাই হয়তো ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নাগলসমানের চুক্তি বাড়াতে ডিএফবিকে আগ্রহী করে তুলেছে।

রোনালদোর বকেয়া বেতন পরিশোধের নির্দেশ জুভেন্টাসকে

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ব্যাংক হিসাবে হয়তো দ্রুতই কিছু অর্থ যোগ হচ্ছে। রোনালদোর বিশাল সম্পদের পাহাড়ে সেই অর্থযোগ অবশ্য তেমন কিছু নয়। তবে রোনালদোর ব্যাংক হিসাবে এই অর্থযোগ হবে পর্তুগিজ তারকার একটি অন্য রকম বিজয়। ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্টাসে যাওয়া রোনালদো ইতালির ক্লাবটি ছাড়েন ২০২১ সালে। সে বছর তিনি যখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নাম লেখান, তখন জুভেন্টাসের কাছে ৯৭ লাখ ইউরো বকেয়া বেতন দাবি করেছিলেন। কিন্তু জুভেন্টাস সেটা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর বিষয়টি গড়ায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে। কোর্ট অব আরবিট্রেশন রোনালদোর সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জুভেন্টাসকে ৯৭ লাখ ইউরো দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১১৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা। রোনালদোর প্রাপ্য বেতন থেকে কর ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে এই অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে। ৯৭ লাখ ইউরোর সঙ্গে মুনাফা ও বিচারিক প্রক্রিয়ার খরচও দিতে হবে জুভেন্টাসকে। রোনালদো জুভেন্টাসের কাছ থেকে যা পাচ্ছেন, সেটি তাঁর দাবি করা অর্থের অর্ধেক। জুভেন্টাসের কাছে ১ কোটি ৯৫ লাখ ইউরো বকেয়া বেতন দাবি করেছিলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**